লিঙ্গ–ভিত্তিক হিংসা– কৈশোরে এটি কি প্রভাব ফেলে?

শিক্ষক, সমুদায় এবং যারা পথে নেমে কাজ করেন সেইসকল কর্মীদের জন্য একটি তৈরি পরিগণক

6

কৈশোর ক্ষমতায়ন টুলবক্সের প্রোডাক্ট 6: লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা – কৈশোরে এটি কি প্রভাব ফেলে? – এটি হল যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, সমুদায় এবং যারা পথে নেমে কাজ করেন সেইসকল কর্মীদের জন্য সমস্যার প্রাথমিক তথ্য এবং তত্ব সহ একটি তৈরি পরিগণক, এবং লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা এবং কৈশোরের উপর তার প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য এটি একটি বিভাজনমূলক বিধি প্রয়োগ করে।

স্বীকৃতিসমূহ

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা - কৈশোরে এটি কি প্রভাব ফেলে? - কৈশোর ক্ষমতায়ন টুলবক্সের উৎপাদনের অংশ হিসাবে UNICEF www.unicef.org এর জন্য Breakthrough www.inbreakthrough.tv এর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।

এটি বহু মানুষের ও সংগঠনের প্রচেষ্টা ও কন্ঠস্বরের থেকে উপকৃত হয়েছে। এর মধ্যে অনেক বেসরকারী সংস্থার সদস্যগণ, শিক্ষাবিদ, সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থা এবং সক্রিয় অংশগ্রহনকারী রয়েছেন।

নথিটির ধারনা দেবার জন্য এবং লেখার জন্য সুনীতা মেনন এবং অপরাজিতা মুখার্জীকে, এবং এই পুস্তিকাটিকে যথাযথ রূপ দিতে সম্পাদকীয় পথনির্দেশনা প্রদান করার জন্য এবং অসামান্য অবদানের জন্য UNICEF-এর ডোরা গিষ্টি এবং রুদ্রজিৎ দাসকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । আমরা তাদের গভীর অঙ্গীকার ও অবদানের জন্য আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।

আমরা আশা করি যে এই পুস্তিকাটি তাদের ঘরবাড়ি, প্রতিবেশী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও শোষণ বন্ধ করার জন্য লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সম্বন্ধীয় সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত করবে এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন নেতাদের একটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

উপাদানগুলি

স্বীকৃতিসমূহ 2

উপাদানগুলি 3

'লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সম্বন্ধে তৈরি পরিগণক কেন 4

পরিগণক কে ব্যবহার করতে পারেন? 4

বিভাগ I 6

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা: প্রসঙ্গ সেট করা 6

বিভাগ II 8

কৈশোর এবং GBV-এর ব্যাপারে তথ্য কি প্রকাশ করে? 8

বিভাগ III 11

GBV-এর কারণ এবং প্রভাবগুলি কি কি? 11

বিভাগ IV 17

কৈশোর ক্ষমতায়ন এবং GBV-এর উপর হস্তক্ষেপকে কিভাবে আরও বেশি কার্যকর করে তোলা যায়? 17

লিঙ্গ এবং কৈশোর 17

কিশোর-কিশোরীরদের অধিকার সুরক্ষিত করতে কাজ করার জন্য ন্যাশানাল রেফারেল অর্গানাইজেশন/ইন্সটিটিউশনের তালিকা 27

তথ্যসূত্র: 29

‘লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সম্বন্ধে তৈরি পরিগণক কেন

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা (GBV) সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু দেশে 1990 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ছোট ছোট কার্যক্রমের সাথে শুরু করে, GBV প্রতিরোধক কর্মসূচীগুলি এবং তার সাথে সাথে হস্তক্ষেপগুলি বিদ্যমান রয়েছে যা মৌলিক সার্ভাইভার পরিচর্যা এবং সহায়তা প্রদান করছে।

তবে, GBV যথেষ্ঠভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, GBV প্রোগ্রামিং-এর ভাল অভ্যাস সম্বন্ধীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং GBV-এর ধারণা এবং পরিভাষা কিভাবে প্রয়োগ করা হবে সেই বিষয়ে সর্বসম্মতির ঘাটতি রয়েছে। 'লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা' এই পরিভাষাটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং সেইকারণে যারা এটি সমাধান করার জন্য কাজ করছেন তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে । সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, GBV অনুধাবন করার জন্য এবং এগুলিকে কর্মসূচীতে প্রয়োগ করার জন্য একটি বিভাজনমূলক বিধির ঘাটতি গুরুতরভাবে রয়েছে।এর সাথে সাথে, প্রোগ্রামিং-এ কৈশোর প্রয়োজনীয় মনোযোগ পায় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা পুরুষ এবং মহিলার সার্বিক শ্রেণিবিভাগের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে । কৈশোরকে বিশেষভাবে দুর্বল হিসাবে গণ্য করা হল তাদের ঝুঁকিকে GBV-এর ক্ষেত্রে প্রশমন করার চাবিকাঠি কারণ তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা এবং দুর্বলতাগুলি অনুসারে প্রোগ্রামিং-এর প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

তৈরি পরিগণকের উদ্দেশ্য হল লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা, এটির কারণ এবং প্রভাব সম্বন্ধে প্রয়োগকারীদের সাম্প্রতিক উপাত্ত/তথ্য প্রদান করা এবং এই জ্ঞান ব্যবহার করে নকশা, পরিকল্পনা করার প্রবেশ বিন্দুগুলি চিহ্নিত করা এবং হস্তক্ষেপ নির্বাহ করা। নথির উপযোগিতা একটি জটিল সামাজিক সমস্যার সংশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে এবং লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে এটির প্রভাব বোঝার জন্য "গো টু ডকুমেন্ট" আছে। সমস্যাটির জটিলতা বোঝার জন্য যথাযথ হস্তক্ষেপের নকশা তৈরি করার ক্ষেত্রে এই সূক্ষ্ম বোঝাপড়াটি হল মূল বিষয়।

পরিগণক কে ব্যবহার করতে পারেন?

কৌশল, মূল প্রবেশ বিন্দু গঠন করার ক্ষেত্রে এবং তাদের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সম্বন্ধীয় সমস্যা সমাধান করার কার্যকলাপের ক্ষেত্রে শিক্ষক, NGO, CSO, এবং CBO-এর প্রতিনিধিগণ পরিগণক ব্যবহার করতে পারেন। পরিগণকটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত: বিভাগ I প্রসঙ্গটিকে সেট করার মাধ্যমে একটি সমস্যাটির ভূমিকা প্রদান করে; বিভাগ II ভারত সম্বন্ধীয় সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করে যা সমস্যাটির প্রভাবশালিতা এবং জটিলতা উল্লেখ করে । বিভাগ III লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার জন্য দায়ী ঘটনা, এবং এটির কারণ এবং ফলাফলগুলি মূল্যায়ন করে অপরদিকে বিভাগ IV সুপারিশ/সম্ভাব্য প্রবেশ বিন্দু প্রদান করে যেগুলিকে প্রয়োগকারীরা লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সমাধান করতে হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা এবং নির্বাহ করার জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন। শেষ বিভাগ হিসাবে বিভাগ V লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা থেকে বেঁচে যাওয়া

ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণ করার কর্মসূচীর জন্য 'কি করতে হবে' এবং 'কোথায় যেতে হবে' সেই বিষয়ে তৈরি এবং সহজ তথ্য প্রদান করে।

বিভাগ।

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা: প্রসঙ্গ সেট করা

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা (GBV) হল পৃথিবীতে সবচেয়ে বিদ্যমান মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলির মধ্যে অন্যতম একটি । এর কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা জাতীয় সীমাবদ্ধতা নেই । এর সঙ্গে বেঁচে থাকা, লোকেদের স্বাস্থ্য, মর্যাদা, নিরাপত্তা, স্বায়ত্তশাসনকে দুর্বল করে দেয় এবং তবুও নিস্তব্ধতার সংস্কৃতিতে আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। এর বহুমুখীতার প্রভাব - শারীরিক এবং তার সাথে সাথে মানসিক । যদিও পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই হিংসার সম্মুখীন হতে পারেন, তবে কঠোর লিঙ্গ বৈষম্য এবং অসমান শক্তি সম্পর্কগুলির জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলা এবং কিশোরীরাই এর সম্মুখীন হন।

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা কি?

মানবিক সেটিংসে লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা (GBV) হস্তক্ষেপের জন্য IASC-এর *পথনির্দেশিকা* GBVকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছে:

"যেকোন ক্ষতিকর কাজের জন্য একটি ছত্র পরিভাষা যা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগঠিত, এবং যার ভিত্তি হল পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সামাজিকভাবে আরোপিত (লিঙ্গ) বৈষম্য"।

যদিও পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই GBV-এর সম্মুখীন হতে পারেন (বিশেষ করে যৌন হিংসা), তবুও পুরষ এবং কিশোরদের তুলনায় মহিলা এবং কিশোরীদের উপর GBV-এর প্রভাব অনেক বেশি। লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা পরিভাষাটি এই ধরনের কার্যকলাপের লিঙ্গ সম্বন্ধীয় দিকটিকে তুলে ধরে; অন্যভাবে বলতে গেলে, মহিলাদের মধ্যের সম্পর্ক সমাজে অধস্তন অবস্থায় আছে এবং হিংসার সম্মুখীন হওয়া বৃদ্ধি করেছে।

এমনকি নারী শ্রেণির মধ্যে, কিশোরীরা একটি বিশেষভাবে অসুরক্ষিত গোষ্ঠী গড়ে তোলে যারা বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকে।

বিশ্বের বহু প্রান্তে কৈশোর প্রোগ্রামগুলি থেকে পাওয়া পরীক্ষামূলক প্রমাণ কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ সম্বন্ধীয় অসংখ্য হুমকিগুলির সত্যতা প্রমাণ করে যা দীর্ঘস্থায়ী এবং উদীয়মান উভয় প্রকার সামাজিক শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত করে।

জীবনচক্রের মাধ্যমে লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা

পর্যায়	**উপস্থিত হিংসার ধরন**
জন্মের প্রাক্কালে	লিঙ্গ পক্ষপাতদুষ্ট লিঙ্গ-চয়ন (চীন, ভারত, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র); গর্ভাবস্থায় প্রহার করে (মহিলাদের উপর মানসিক এবং শারীরিক প্রভাব; জন্মের উপর প্রভাব); নিগ্রহের কারণে গর্ভাবস্থা (উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধে গণধর্ষণ)
শৈশব	শিশুকন্যা; মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন; খাদ্য এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচর্যার ব্যাপারে শিশুকন্যাদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক প্রবেশাধিকার
বালিকাবস্থা	শিশু/বাল্যবিবাহ; যৌনাঙ্গ বিকৃতি; পরিবারের সদস্যদের দ্বারা এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা যৌন নির্যাতন; খাদ্য, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচর্যার ব্যাপারে বৈষম্যমূলক প্রবেশাধিকার; শিশু পতিতাবৃত্তি
কৈশোর	ডেটিং এবং কোর্টশিপ চলাকালীন হিংসা (উদাহরণস্বরূপ, ভারত এবং বাংলাদেশে অ্যাসিড ছোঁড়ার ঘটনা, মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রে ডেট রেপ (ধর্ষণ)-এর ঘটনা); অর্থনৈতিকভাবে বাধ্য করে সহবাস করা (আফ্রিকার স্কুলে পড়া মেয়েরা স্কুলের মাইনে দেওয়ার জন্য "সুগার ড্যাডি"দের সাথে সহবাস করতে বাধ্য হয়); যৌন নির্যাতন;

	ধর্ষণ; যৌন নিগ্রহ; বলপূর্বক পতিতাবৃত্তি, নারী পাচার
যুব এবং মধ্য বয়স	ঘনিষ্ঠ পুরুষ অংশীদারদের দ্বারা মহিলাদের নিগৃহীত হওয়া; বৈবাহিক ধর্ষণ; যৌতুক সম্বন্ধীয় নির্যাতন এবং এজ মার্ডার (বয়স হত্যা); অংশীদার হত্যা; মানসিক নির্যাতন; কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন; যৌন নিগ্রহ; ধর্ষণ; শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম মহিলাদের নির্যাতন করা
প্রৌঢ়	বিধবা মহিলাদের উপর নির্যাতন; পৌঢ়াদের উপর নির্যাতন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একমাত্র দেশ যেখানে এখন তথ্য উপলব্ধ, পৌঢ়াদের উপর হওয়া নির্যাতন অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে)।

সূত্র: লরি এল. হেইজ, জ্যাকলিন পিটানগাই এবং অ্যাড্রিয়েন জারমেইন, নারীদের প্রতি নির্যাতন: দা হিডেন হেলথ বার্ডেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডিসকাসান পেপার নং. 255, 1994

শ্রমিক বাজারের মধ্যে মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত না করা বা বয়স্ক পুরুষদের সাথে শিশুকন্যাদের বিবাহ দেওয়া/ শিশুকন্যাদের বাল্যবিবাহের মতো দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসা অভ্যাসগুলি লিঙ্গ শক্তির অসমানতাকে শক্তিশালী করে যা লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার মূল । ইতিমধ্যে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থাগুলির উপর ইতিবাচক পরিবর্তন যা মেয়েদের শিক্ষা অর্জন করার হার বৃদ্ধি করেছে এবং বিধিবৎ শ্রমিক বাজারগুলিতে অংশগ্রহণ করা বৃদ্ধি করেছে তার মধ্যে লিঙ্গ ক্ষমতা সম্বন্ধীয় সক্রিয়তার উপর অভাবিত নেতিবাচক প্রভাব আছে । এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল কর্মক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার দ্বারা যৌন নিগ্রহের প্রবণতা বৃদ্ধি বা জনসমক্ষে যৌণ নিগ্রহের মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া[1]।

ভারতে, বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপার কিশোর-কিশোরীদের পূর্ণ এবং কার্যক্ষম জীবন অতিবাহিত করার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ভারতের প্রদত্ত কৈশোর সংখ্যার (242 মিলিয়ন) এটি হল বিশেষ উদ্বেগ - দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 20% ।[2] দেশের 47% কিশোরীর ওজন যথার্থ ওজনের থেকে কম এবং 56% কিশোরী রক্তল্পতায় আক্রান্ত এই তথ্যের ভিত্তিতে দেশের কিশোরীদের প্রকৃত অবস্থা অনুমান করা যেতে পারে[3]। দেশের বেশিরভাগ অংশেই মেয়েদের বোঝা হিসাবে গণ্য করার প্রবণতা আছে এবং অত্যন্ত স্বল্প বয়স থেকেই তাদের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সমাজে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধীয় ধারণা, মেয়েদের যে মূল্যবোধ প্রদান করা হয়, পরিকাঠামোগত এবং অর্থনৈতিক বিষয় এইসকল ব্যাপারগুলি নির্দিষ্টভাবে কিশোরীদের দুর্বল করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

সীমিত নিয়ন্ত্রণ যা কিশোর-কিশোরীরা তাদের নিজেদের জীবনের উপর অভ্যাস করে তাদের সাবালকত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সেটির দীর্ঘকালীন প্রভাব থাকে ।কৈশোর থেকে সাবালকত্বের রূপান্তরকে অগ্রসর করতে, নিরাপদ ভিত্তি সৃষ্টি করাকে তুলে ধরা এবং এমন একটি সুবিধাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যেখানে কিশোর-কিশোরীরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করা সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ করার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে । এটা বিরাট পরিসরে বিশ্বাস করা হয় যে, সঠিক জ্ঞানের সাহায্যে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষময়তায়ন করা হলে তারা ইতিবাচক অভ্যাস গ্রহণ করতে পারে, প্রতিরোধাত্মক, আরোগ্যক্ষম, রক্ষনাত্মক পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে পারে; এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহন ও তাদের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে ।[4] একইসাথে, সমুদায়ের সেইসকল দ্বাররক্ষীদের সাথে যুক্ত থাকাও গুরুত্বপূর্ণ যারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সমুদায়ের স্তরে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণ করাকে তুলে ধরতে পারে। বেশি মাত্রায় কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কৌশল বিকশিত এবং প্রয়োগ করার জন্য, গভীর, সুক্ষ্ম বোঝাপড়ার এবং কৈশোর ক্ষমতায়নকে প্রভাবিত করতে এমন বিষয় এবং প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আরও বেশি প্রমাণের প্রয়োজন আছে। কৈশোরের প্রবণতাগুলি সমাধান করার জন্য বিশেষ করে হিংসা

[1] কিশোরীদের প্রতি যৌন এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা (SGBV) সমাধান করার জন্য, সাবালকত্বের দিকে স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ এবং কার্যক্ষমভাবে অগ্রসর হওয়াকে তুলে ধরা, ব্রিফ নং 38, পপুলেশন কাউন্সিল, মে 2011

[2]স্টেট অব দি ওয়ার্ল্ড'স চিল্ড্রেন 2011, অ্যাডলোসেন্স - অ্যান এজ অব অপাররচ্যুনিটি, UNICEF

[3] আইবিড

[4]আন্ডারস্টান্ডিং অ্যাডোলেসেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট: এ কোয়ালিটেটিভ এক্সপ্লোরেশন; 2014, নিউ দিল্লি, পপুলেশন কাউন্সিল ও UNICEF;

ভিত্তিক হিংসাকে কৈশোর ক্ষমতায়নের পরিকাঠামোর মধ্যে অনুধাবন করা প্রয়োজন (পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

বিভাগ II

কৈশোর এবং GBV-এর ব্যাপারে তথ্য কি প্রকাশ করে?

ভারতে আনুমানিক 240 মিলিয়ন কিশোর-কিশোরী (10-19 বছর বয়সী) আছে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। কৈশোরের মধ্যে উন্নতি এবং মঙ্গলের জন্য মূল সূচকটি ইঙ্গিত করে যে এমন কিছু গুরুতর প্রতিস্পর্ধা আছে যা সমাধান করা প্রয়োজন।

এই সূচকগুলির মধ্যে কিছু কিছু সূচকে লিঙ্গ বৈষম্যগুলি অদম্য হয় । শিশুদের লিঙ্গ সম্বন্ধীয় অনুপাতের ক্ষেত্রে (0-6 বয়স গোষ্ঠী) জনগণনার পরিসংখ্যান অবিরাম হ্রাস প্রদর্শন করেছে, 2001 সালে 1000 জন ছেলের হিসাবে মেয়ের সংখ্যা ছিল 927 জন 2011 সালে তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে 1000 ছেলের নিরিখে 914 জন । তার সাথে সাথে, এক মাস বয়সের পরে অতিরিক্ত মহিলা মৃত্যু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।বেশিরভাগ দেশ যেখানে সদ্যোজাত এবং শিশু মৃত্যু শুধুমাত্র জীববিদ্যা দ্বারা পরিচালিত সেখানে প্রথম মাসের পরে প্রথম বছরের মধ্যে মহিলা মৃত্যুর হার পুরুষ মৃত্যুর হারের থেকে কম থাকা জারি রেখেছে।ভারতে, সদ্যজাত শিশুদের ক্ষেত্রে (1-11 মাস বয়সের শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি 1000 জন সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রে) মেয়েদের মৃত্যুর হার 21 জন, যেখানে ছেলেদের মৃত্যুর হার 15 জন । এর সাথে সাথে, যদিও সর্বোচ্চ সম্পদ কোয়ান্টাইলে থাকা মায়েদের সদ্যোজাত শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের পার্থক্য কম, তবুও মেয়েদের অসুবিধা সকল সম্পদ কোয়ান্টাইলে স্পষ্ট। শিশু মৃত্যুর হারের ক্ষেত্রেও (1 বছর বয়স হতে চলা প্রতি 1000 জন শিশুর মধ্যে 1-4 বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা) একইরকম লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায় । ভারতে সামগ্রিকভাবে, শিশুকন্যা মৃত্যুর হার প্রতি 1000 জনে 23 জন যা কিনা শিশুপুত্রের মৃত্যুর হার প্রতি 1000 জনে 14 জন তার তুলনায় 61% বেশি[5]।

এর সাথে সাথে, 18 বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের শতকরা হার অত্যন্ত বেশি । সামগ্রিকভাবে, 47.4% অথবা প্রতি দুজনের মধ্যে একজন মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার । সঠিক সংখ্যায় বলতে গেলে, ভারতে 20-24 বছর বয়সী মেয়েদের মোট সংখ্যার মধ্যে (সেনসাস 2011), 23 মিলিয়নের বেশি মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার। মেয়েদের বাল্যবিবাহের পরিণাম বহুরকম যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল শীঘ্র গর্ভবতী হয়ে পড়া, একাধিক প্রজন্মের মধ্যে অপুষ্টি ছড়িয়ে পড়া, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ মানসিক কল্যাণের ক্ষেত্রে একটি প্রভাব ফেলে । এর সাথে সাথে, 18 বছর বয়সের পরে বিবাহ হওয়া মেয়েদের তুলনায় 18 বছর বয়সের আগে বিবাহ হওয়া মেয়েদের পারিবারিক হিংসার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা বেশি[6] এটি সুপারিশ করার জন্য যথে ষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বাল্যবিবাহের দুর্বল প্রভাবের কারণে, বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই যে বাল্যবিবাহই হল ভারতের উষ্চ মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত (MMR) 100,000 জন্মদাত্রীর মধ্যে 200 জনের মৃত্যুর প্রধান কারণ [7] (বিশ্বের সর্বাধিকগুলির মধ্যে একটি) । এমনকি মেয়েরা বেঁচে গেলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপুষ্টির শিকার হয় । 15 এবং 19 বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক মেয়েই অপুষ্টির শিকার[8]। সম্পূর্ণ টিকাকরণের তথ্যেও লিঙ্গ বৈষম্য স্পষ্ট দেখা যায় যেখানে ছেলেদের তুলনায় কম সংখ্যক মেয়েদের সম্পূর্ণ টিকাকরণ করা হয় । আসলে, NFHS 1 এবং NFHS 3-এর মধ্যে সম্পূর্ণ

---

[5]ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006

[6] আর্লি ম্যারেজ: এ হার্মফুল ট্র্যাডিশন, UNICEF, 2005

[7] মাতৃ মৃত্যুর প্রবণতা: 1990 থেকে 2010; WHO, UNICEF, UNFPA এবং দা ওয়্যার্ল্ড ব্যাংক এস্টিমেটস, মে 2012

[8] NFHS 3 (2005-2006)

টিকাকরণের ভিত্তিতে NFHS তথ্যের যে তুলনা করা হয় তা সুপারিশ করে লিঙ্গের বৈসাদৃশ্য শুধুমাত্র বজায় থাকবে না বরং যে সময়ের সাথে সাথে তা আরও বাড়তে থাকবে[9]।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করায় লিঙ্গ বৈষম্যতা দেখা যায় - মেয়েদের সমান স্তরের ক্ষেত্র এবং পরবর্তী ক্ষমতায়ন প্রদান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির একটি। 2005-06 শিক্ষাবর্ষে, 6-17 বছর বয়সী শিশুর মধ্যে 71% শিশু স্কুলে পড়ে - শহরাঞ্চলে 77% এবং গ্রামাঞ্চলের 69% [10]। তবে, 6-17 বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে শুধুমাত্র 66% স্কুলে পড়ে, অপরদিকে তুলনামূলকভাবে দেখলে ঐ বয়সের ছেলেদের মধ্যে 75% ছেলে স্কুলে পড়ে। 2005-06 শিক্ষাবর্ষে স্কুলের পড়া 6-17 বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত ছিল প্রতি 1000 জন ছেলের হিসাবে 889 জন মেয়ে । বস্তুত, স্কুলে পড়া মেয়েদের অনুপাত 6-10 বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে কমে হয়েছে প্রতি 1000 জন ছেলের নিরিখে 957 জন মেয়ে, 11-14 বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা কমে হয়েছে 884 জন এবং 15-17 বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে কমে হয়েছে কেবলমাত্র 717 জন। যদিও স্কুলের পড়ার ক্ষেত্রে 15-17 বছর বয়সী ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের সংখ্যাই অত্যন্ত কম, তবুও এই বয়সে ছেলেদের থেকে বেশি সংখ্যায় মেয়েরা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় [11]। বয়সের নিরিখে স্কুলে পড়ার তথ্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে স্কুলের পড়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যাপারটি বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়।শহরাঞ্চলগুলিতে, প্রতিটি বয়স গোষ্ঠীতে প্রায় সমান অনুপাতে ছেলে এবং মেয়ে স্কুলে পড়ে; তবে গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি বয়স গোষ্ঠীতেই লিঙ্গ অসমতা স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা আরও বেড়ে যায়। লক্ষ্ণীয় বিষয় হল, এমনকি শহরাঞ্চলগুলিতেও, 15-17 বছর বয়সী শিশুদের মোট সংখ্যার কেবলমাত্র অর্ধেক সংখ্যক শিশু স্কুলে পড়ে - যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের থেকে কম[12]।

এই দেশে মহিলাদের বিশাল অংশের চলাফেরার স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছে। তবে, কিশোরীদের জন্য বিধিনিষেধগুলি কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হয়। এটিতে মেয়েদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে কারণ বর্ধিত চলাফেরা মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি মূল সূচক। সামগ্রিকভাবে, 15-49 বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশের একা বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সমুদায়ের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে । যুব জনসংখ্যার ক্ষেত্রে শতকরা হার আরও তির্যক হয়ে উঠেছে যেখানে 20-29 বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে 28% মেয়ের ঐ তিনটি জায়গায় একা যাওয়ার অনুমোদন আছে তার তুলনায় 15-19 বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে ঐ তিনটি জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদন আছে মাত্র 12.8% মেয়ের। বয়সের পাশাপাশি, বৈবাহিক অবস্থাও অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তরুণী এবং অবিবাহিত মেয়েদের চলাফেরা করার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কম। তবে, 40 বছরের কাছাকাছি বয়সী মহিলাদের অর্ধেক অংশের এই তিনটি জায়গায় একা যাওয়ার অনুমোদন আছে [13]। লক্ষ্ণীয় ব্যাপার হল, ছেলেদের তুলনায় যেকোন বয়সের মেয়েদের গৃহস্থালির কাজে যুক্ত থাকার সম্ভবনা বেশি, অপরদিকে কর্মে নিযুক্ত হওয়া বা অন্যের হয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সম্ভবনা বেশি।

---

[9]ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006

[10]ন্যাশানাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (NFHS-3), 2005-06: ইন্ডিয়া: সংস্করণ, ইন্টারন্যাশানাল ইন্সটিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস (IIPS) এবং ম্যাক্রো ইন্টারন্যাশানাল, মুম্বাই, 2007

[11] ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006

[12] আইবিড

[13] ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006

[14] এ প্রোফাইল অফ ইয়ুথ ইন্ডিয়া, NFHS 3, 2005-2006

একটি বিশাল এবং ব্যাপক গবেষণা পারিবারিক হিংসার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভবনা থাকা ব্যক্তিদের উপর এর শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভবনা তুলে ধরে যারা প্রতিকূল জনতত্ত্ব, প্রজনন, শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য ফলাফলের সম্মুখীন হয়েছেন।তবে, হিংসা থেকে মুক্তি পাওয়া শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় লক্ষ্য নয়, এটি মহিলাদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্বন্ধীয় অবস্থার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি জীবন এবং মর্যাদার অধিকার লঙ্ঘন করে যা একজন ব্যক্তির অস্তিত্বের মূল বিষয়।সামগ্রিকভাবে, যুবতী মহিলাদের মধ্যে 28 শতাংশ মহিলা শারীরিক এবং যৌন নিগ্রহের শিকার হন বলে জানা যায় ।শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শারীরিক এবং যৌন নিগ্রহ বেশি পরিমাণ ঘটে। প্রত্যেক ধরনের হিংসার প্রকোপ কিশোর-কিশোরীদের তুলনায় বয়স্কদের উপর এবং অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের উপর বেশি।যেহেতু বেশিরভাগ হিংসা স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উপর সংগঠিত করে থাকেন তাই এটি অবাক করার মতো বিষয় নয় [15]। সামগ্রিকভাবে, বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে 37 শতাংশ মহিলা তাদের স্বামীর দ্বারা শারীরিক, যৌন অথবা মানসিক হিংসার শিকার হন।[16] এর সাথে সাথে, কিশোরীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রতিস্পর্ধার অন্তর্ভূক্ত হল প্রজনন নালীতে হওয়া সংক্রমণ এবং যৌন সংস্পর্শের কারণে হওয়া সংক্রমণ যার মধ্যে HIVও অন্তর্ভূক্ত । 15-19 বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে শুধুমাত্র 18.6 শতাংশ মহিলা এবং 34.5 শতাংশ পুরুষের HIV/AIDS সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে [17] তাই HIV থেকে নিজের রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা গুরুতরভাবে প্রশ্নের মুখে পড়ে।

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ

-2012 সালের তুলনায় 2013 সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া অপরাধের (ভারতীয় দন্ডবিধি এবং বিশেষ এবং স্থানীয় আইন) অভিযোগ 26.7% বেশি দাখিল হয়েছে

- দেশের মোট মহিলা জনসংখ্যার 7.3% মহিলা অন্ধ্রপ্রদেশে বসবাস করেন এবং 2013 সালে সর্বভারতীয় স্তরে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া মোট অপরাধের 10.6% সেখানে সংগঠিত হয়েছে বলে জানা যায়, অপরদিকে দেশের মোট মহিলা জংসংখ্যার 16.7% মহিলা উত্তর প্রদেশে বসবাস করেন এবং সারা দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া অপরাধের 10.5% সেখানে সংগঠিত হয়েছে।
- 2013 সালে মহিলাদের উপর সংগঠিত হওয়া অপরাধের হার ছিল 52.2 শতাংশ। 2013 সালে জাতীয় স্তরে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া অপরাধের হার 52.2 শতাংশের তুলনায় দিল্লীতে মহিলাদের উপর অপরাধ সংগঠিত হওয়ার হার ছিল সবথেকে বেশি যার হার ছিল 146.8 শতাংশ।

সূত্র: ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া, ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নিউ দিল্লি, 2013

কিশোর-কিশোরীদের উপর বয়স ভিত্তিক তথ্য ভারতে কম আছে । ভারতে 10-19 বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনের উপর পপুলেশন কাউন্সিলের দ্বারা সম্পন্ন করা প্রমাণের একটি সম্প্রতি পর্যালোচনা খুব স্বল্প পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে অথবা শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়া 10-14 বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের অন্যান্য প্রমাণ প্রকাশিতই হয়নি।বেশিরভাগ উপলব্ধ প্রমাণগুলি যুব সম্প্রদায়কে 15-24 বছর বয়সীদের শ্রেণির মধ্যে ফেলে, তার সাথে সাথে অল্প কিছু বয়স-ভিত্তিক তথ্য উপলব্ধ [18]। তবে, 10-19 বছর বয়সের কিশোর-

[15] আইবিড

[16] আইবিড

[17] আইবিড

[18]. আন্ডারস্টান্ডিংঅ্যাডোলেসেন্টএম্পাওয়ারমেন্ট: একোয়ালিটেটিভএক্সপ্লোরেশন; 2014, নিউদিল্লি, পপুলেশনকাউন্সিলও UNICEF;

কিশোরীদের ব্যাপারে খুব স্বল্প তথ্য উপলব্ধ আছে যা শরীরবৃত্তীয় এবং মানসিক পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়স।

মূল যে বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার!

- যদিও বলা হয় যে ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ কিশোর-কিশোরী হওয়ার "জনতাত্ত্বিক বিভাজন" আছে, তবুও ভারতে গুরুতর লিঙ্গ বৈষম্য আছে এবং তার সমাধান হওয়া প্রয়োজন।
- শিশুকন্যা এবং কিশোরীরা জীবনের প্রতিটি ধাপে বিশেষ করে অসুবিধার সম্মুখীন হয় - কমতে থাকা লিঙ্গের অনুপাত, অপুষ্টি, স্কুলে পড়াশোনা করা বজায় রাখার নিম্ন হার, চলাফেরায় বিধিনিষেধ; কর্মসংস্থানের কম সুযোগ এবং শারীরিক এবং যৌন নিগ্রহের প্রবণতা
- 2013 সালে জাতীয় স্তরে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া অপরাধের হার 26.7% বৃদ্ধি পেয়েছিল যার মধ্যে দিল্লীতে সবথেকে বেশি অপরাধ ঘটেছিল বলে জানা যায় । শতাংশের তুলনায় দিল্লীতে মহিলাদের উপর অপরাধ সংগঠিত হওয়ার হার ছিল সবথেকে বেশি যার হার ছিল 146.8 শতাংশ।

বিভাগ III

GBV-এর কারণ এবং প্রভাবগুলি কি কি?

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা (GBV) শুধুমাত্র মানবাধিকার লঙ্ঘনই নয় তার সাথে সাথে এটি উন্নয়নের মূল লক্ষ্যগুলিকে দুর্বল করে তোলে । প্রমাণ সুপারিশ করে যে GBV জনতত্ত্ব, প্রজনন, মহিলাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ফলাফলকের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে যা একটি দেশের উন্নতি এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রত্যক্ষ বাধা[19]

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা বা মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসা - এটা কোনটি?

GBV মহিলা বা পুরুষ, মেয়ে এবং ছেলে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে । তবে, মহিলা এবং মেয়েদের উপর সংগঠিত হওয়া হিংসা সমাধান করার ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ নজর রয়েছে, কারণ তাদের সিংহভাগই এটির শিকার । এটা বলা যায় না যে কিশোরদের ক্ষেত্রে যৌন নিগ্রহ হয় না এবং কিশোরদের ক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা ঘটে না বা এটি নিয়ে তেমন কোন উদ্বেগ নেই। মহিলা এবং কিশোরীরা উচ্চমাত্রায় ঝুঁকির সম্মুখীন শুধু তাই নয় তারা GBV-এর প্রধান লক্ষ্য এবং তার সাথে সাথে পুরষদের তুলনায় অনেক বেশি পরিণাম ভোগ করেন । লিঙ্গ বৈষম্যের ফলস্বরূপ এবং তাদের নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে মহিলাদের কাছে নিগ্রহের মতো অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা বা এড়িয়ে যাওয়া এবং ন্যায় বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কম বিকল্প এবং উপায় থাকে । তারা SRH ফলাফলও ভোগ করেন, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল বলপূর্বক এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ গর্ভধারণ, অসুরক্ষিত গর্ভপাত এবং এর ফলস্বরূপ মৃত্যু, আঘাতমূলক ফিসচুলা এবং যৌনতার কারণে ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণ এবং HIV-তে আক্রান্ত হন।

ক্রমবর্ধমানভাবে, গবেষক এবং উন্নয়নকারীরা একটি *"পরিবেশগত কাঠামো"* ব্যবহার করছেন সেইসকল ব্যক্তিগত, পরিস্থিতিগত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাপারগুলি র ভুমিকা বোঝার জন্য যা মিলিতভাবে লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার কারণ।

অতএব, GBV-এর ফলাফলের কারণ একটি বিষয় নয় বরং এটির কারণ হল সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ।

[19] UNFPA স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন টু অ্যাড্রেস জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্স 2008-2011

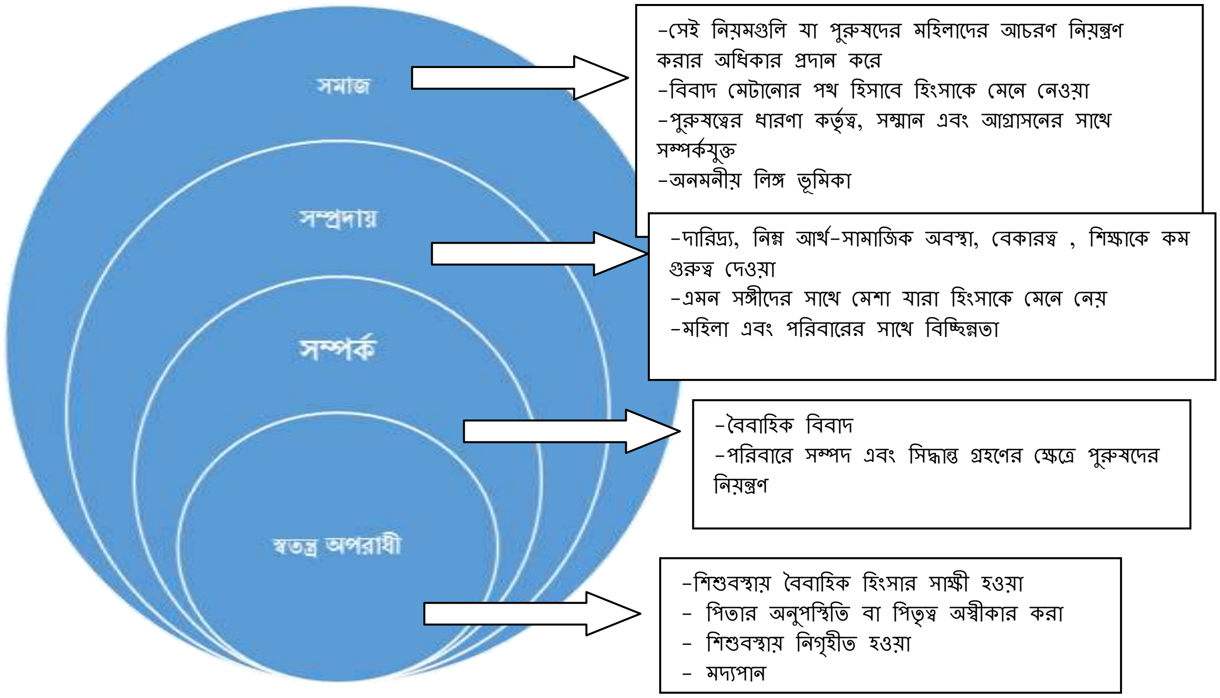

সূত্র: লোরি এল হেইজ, ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন: অ্যান ইন্টিগ্রেটেড, ইকোলজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, সেজ পাবলিকেশনস, 1998

পরিবেশগত কাঠামোর মধ্যে, সবথেকে বেশি ভিতরে অবস্থিত বৃত্তটি জৈবিক এবং ব্যক্তিগত ইতিহাস উপস্থাপিত করে যা ব্যক্তিটির সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার আচরণকে প্রভাবিত করে । দ্বিতীয় বৃত্তটি বর্তমান প্রেক্ষাপটটিকে উপস্থাপিত করে যার মধ্যে পরিবার অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বা পরিচিতের সাথে ঘন ঘন লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার ঘটনা ঘটে । তৃতীয় বৃত্তটি আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক কাঠামো উপস্থাপিত করে, যার মধ্যে সম্পর্কগুলি সংস্থাপিত আছে-প্রতিবেশি, কর্মক্ষেত্র, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং বন্ধুবান্ধবদের গোষ্ঠী। চতুর্থ বৃত্ত, যেটি সবথেকে বাইরে অবস্থিত সেটি হল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ, যার অন্তর্ভূক্ত হল সাংস্কৃতিক নিয়মগুলি।

অধ্যয়নের একটি বিস্তৃত পরিসর [20] সুপারিশ করে যে এই স্তরের বিভিন্ন বিষয়গুলি লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা বৃদ্ধি করার জন্য *অবদান* রাখার একমাত্র *কারণ* নাও হতে পারে । *ব্যক্তিগত স্তরে* এই বিষয়গুলির অন্তর্ভূক্ত হল অপরাধী শিশু হিসাবে নির্যাতিত হওয়া অথবা বাড়ীতে বৈবাহিক হিংসা প্রত্যক্ষ করা, পিতার অনুপস্থিতি বা পিতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, এবং ঘন ঘন মদ্যপানের মতো ঘটনার সম্মুখীন হওয়া । *পরিবার এবং সম্পর্কের স্তরে*, মিশ্র-সাংস্কৃতিক অধ্যয়নগুলি পরিবারের মধ্যে সম্পদ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ এবং বৈবাহিক বিবাদকে নিগ্রহের শক্তিশালী কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। *সমুদায়িক স্তরে* মহিলাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং সামাজিক সহায়তার খামতি, এমন পুরুষ বন্ধুদের সাথে একত্রে সময় অতিবাহিত করা যারা পুরুষদের হিংসাকে উপেক্ষা করে এবং বৈধ বলে মনে করেন, হিংসার হার বৃদ্ধির কারণ

---

[20]আরও বিশদ বিবরণের জন্য *পপুলেশন রিপোর্টস/চেঞ্জ, সংস্করণ XXVII, নং. 4, ডিসেম্বর 1999* -এ উল্লেখিত অধ্যয়ন দেখুন।

হয়।*সামাজিক স্তরে* সারা বিশ্বের অধ্যয়নে দেখা গেছে যে যেখানে লিঙ্গের ভূমিকা অনমনীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত এবং বলবৎ করা হয়েছে এবং যেখানে পুরুষত্বের ধারনাটি বলিষ্ঠতা, পুরুষের সম্মান এবং কর্তৃত্বের সাথে সংযুক্ত হয়েছে সেই সকল ক্ষেত্রগুলি মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ খুব বেশি দেখা গেছে । নিগ্রহের সাথে যুক্ত অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিয়মগুলির অন্তর্ভূক্ত হল মহিলা এবং শিশুদের শারীরিক শাস্তির সহনশীলতা, পারস্পরিক বিবাদ মেটানোর জন্য পুরুষ হিসাবে হিংসাকে স্বীকার করা, এবং পুরুষদের হাতে মহিলাদের "মালিকানা" আছে এমন ধারনা পোষণ করা।

লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা পরিবেশগত বিধি প্রমাণ করে যে কোন একটি বিষয় এককভাবে হিংসার "কারণ" হয় না বরং একগুচ্ছ বিষয় একত্রে একটি বিশেষ সেটিং-এর মধ্যে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একজন মহিলার প্রতি হিংসাত্মক করে তুলতে পারে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক নিয়মগুলি-যেগুলি মহিলাদের উপর পুরুষদের সহজাত শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে - সেগুলি ব্যক্তিগত-স্তরীয় বিষয়গুলির সাথে একত্র হয়ে লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার সম্ভবনা নির্ধারণ করে। যতবেশি ঝুঁকির বিষয় থাকে, ততবেশি হিংসার সম্ভাবনাও থাকে।

এখানে ***কারণ এবং অবদান রাখা বিষয়গুলির পার্থক্য*** *তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থা, মদ্যপান, নারকোটিক্স-এর মতো সকল বিষয়গুলি লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে কিন্তু সেগুলি কারণ নয় ।* উদাহরণস্বরূপ, হিংসার কারণ হিসাবে প্রায়শই দারিদ্র্যকে উল্লেখ করা হয়। গবেষণামূলক প্রমাণএর বিপরীত দিকটিকে সমর্থন করে: লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার কোন আর্থ-সামাজিক সীমা নেই। যে উপাদানগুলি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান থাকা হিংসাকে তীব্রতর করতে পারে বা বাড়িয়ে তুলতে পারে এটি সেগুলির মধ্যে একটি হতে পারে। দরিদ্র পরিবারের সকল পুরুষই হিংস্র এই ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে দারিদ্র্যর হল হিংসার একটি অপর্যাপ্ত ব্যাখ্যা । দরিদ্রতার ভূমিকার বিষয়ে অত্যুক্তি করে, প্রকৃতপক্ষে, যা তাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে সেইসব বিষয়গুলিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর বিষয়ে জনগনের সমুদায় পছন্দগুলি অগ্যাহ্য করছে। একইভাবে, সংঘাত এবং দ্রুত সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজের লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার তীব্রতাকে প্রভাবিত করে কিন্তু এগুলি তার কারণ নয় । সামাজিক অস্থিরতা চলাকালীন প্রায়শই মহিলাদের উপর সংগঠিত হওয়ার বিদ্যমান হারকে বাড়িয়ে দেয়, এবং নতুন ধরনের নিগ্রহ দেখা দিতে পারে । অর্থনৈতিক পুনর্গঠন চলাকালীন পুরুষদের কর্মহীন থাকা এবং মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার মতো পরিস্থিতি অথবা একটি যুদ্ধের পর সৈন্যদের স্থানবদল করার সুযোগের অভাব থাকার মতো পরিস্থিতি, পুরুষদের নিজেদের শক্তিশালী বলে মনে করার ধারনাকে প্রতিস্পর্ধার সম্মুখীন করতে পারে । যেখানে পুরুষ ব্যক্তিবিশেষ তাদের পুরুষত্বের বোধ এবং শক্তির উপর প্রশ্ন চিহ্ন দেখেন, এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা আইন বা রীতির দ্বারা উপেক্ষিত হয় সেখানে এই ধরনের হিংসার তীব্রতা এবং হার বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ পুরুষরা তাদের শক্তি এবং নিয়ন্ত্রণের অনুভূতি বজায় রাখতে চান।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার (এবং বিশেষ করে মহিলাদের বিরুদ্ধে হওয়া হিংসা) উদ্রেক হয় পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে ক্ষমতার অসমান সম্পর্কের কারণে, যা নারীদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে, এবং এটিই হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । লিঙ্গ ভিত্তিক আচরণবিধির উপর ভিত্তি করে হিংসার জন্য প্রায়শই ন্যায্যতা বিচার চলতে থাকে-যার অর্থ হল পুরুষ ও মহিলাদের 'সঠিক' ভূমিকাগুলি এবং দায়িত্বগুলি সম্পর্কে সামাজিক আচরণবিধি । এই সকল সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক আচরণবিধিগুলি পুরুষদিগকে আক্রমণাত্মক, ক্ষমতাবান, আবেগহীন এবং নিয়ন্ত্রণকারী হতে সমাজমুখী করে তোলে এবং প্রভাবশালী হিসাবে পুরুষদেরকে সামাজিক গ্রহনযোগ্যতায় অবদান রাখে । একইভাবে, নারীদের নিষ্ক্রিয়, লালন-পালনকারী, দমনশীল এবং আবেগপ্রবণ হিসাবে প্রত্যাশা করা ও দুর্বল, ক্ষমতাহীন,এবং

পুরুষের উপর নির্ভরশীল হিসাবে মহিলাদের ভূমিকাগুলির শক্তি বৃদ্ধি করে । নারী এবং পুরুষের সামাজিকীকরণ, অসম ক্ষমতার সম্পর্কে পরিণতি লাভ করে ।ইন্টারন্যাশানাল লেবার অর্গানাইজেশন দারুনভাবে এটির সারসংক্ষেপ করেছে, "....সাধারণত, একটি সংস্কৃতির অভিমুখ, অথবা একটি উপ-সংস্কৃতির মধ্যে ভাগ করে নেওয়া বিশ্বাস, সহনশীল আচরণের সীমা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে । একটি সমাজ যতদূর পর্যন্ত হিংস্রতার কদর করে, হিংসা সংগঠিত করাকে সম্মানের কাজ বলে মনে করে, অথবা হিংসাকে স্বাভাবিক, বৈধ এবং কর্তব্যমূলক আচরণ বলে মনে করে, সেই সমাজের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের মূল্যবোধ সেই অনুসারে বিকশিত হয়। লিঙ্গ অসমতার মনোভাব বহু সংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে আছে এবং ধর্ষণ, পারিবারিক নির্যাতন এবং যৌন নিগ্রহের মতো সকল ঘটনাগুলিকে সাংস্কৃতিক নিয়মের হিংসাত্মক বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখা হতে পারে[21]।"

মহিলাদের উপর হিংসার প্রভাব বহুরকমের । লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার সাধারণত শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক প্রভাব আছে। বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য এগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগ আছে।

মহিলাদের স্বাস্থ্যের উপর পড়া প্রভাব:

লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার সাথে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকারের গুরুতর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার যোগ আছে। এর মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলি অন্তর্ভূক্ত:

প্রাণনাশক নয় এমন পরিনামগুলিঃ			**প্রাণনাশক পরিনামগুলিঃ**
শারীরিক	**মনস্তাত্বিক আবেগ সংক্রান্ত**	**যৌন ও প্রজনন**	
- পেট/বুকের আঘাত - কালশিটে এবং আঘাতের ক্ষত - অস্থিভঙ্গ - দীর্ঘস্থায়ী বেদনার লক্ষণ - অক্ষমতা - ফাইব্রোমায়ালজিয়া - গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিজঅর্ডার - ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম - ল্যাসেরেশনস এবং অ্যাব্রেসন্স - দৃষ্টি সংক্রান্ত ক্ষতি - শারীরিক ক্রিয়া হ্রাস পাওয়া	- খারাপ আত্মসম্মান - বিষণ্ণতা ও উদ্বেগ - পোস্ট ট্রমাটিক ডিজঅর্ডার - খাদ্যাভাস এবং ঘুম সম্বন্ধীয় সমস্যা - অনুভূতি এবং আতঙ্ক সম্বন্ধীয় সমস্যা - ফোবিয়া এবং প্যানিক ডিজঅর্ডার - শারীরিক অক্ষমতা - আত্মঘাতী আচরণ এবং নিজের ক্ষতি করা - অসুরক্ষিত যৌন আচরণ - মদ্যপান এবং মাদক সেবন, ধূমপান	- স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় সমস্যা বন্ধ্যাত্ব - পেলভিক ইনফ্ল্যামেটোরি ডিজিজ - গর্ভাবস্থায় জটিলতা/গর্ভস্রাব - যৌন রোগ - যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চারিত রোগ, HIV/AIDS সহ - অসুরক্ষিত গর্ভপাত - অযাচিত গর্ভধারণ	- AIDS-সম্বন্ধীয় মৃত্যু - মাতৃত্বের কারণে মৃত্যু - মানব হত্যা - আত্মহত্যা

[21]ডি চ্যাপেল এবং ভি.ডিমার্টিনো, ভায়োলেন্স অ্যাট ওয়ার্ক, ইন্টারন্যাশানাল লেবার অর্গানাইজেশন, জেনেভা 1998

কৈশোরের উপর লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার প্রভাব

শারীরিক আঘাত	নিম্নমানের শিক্ষাগত প্রদর্শন
বিষণ্ণতা	পোস্ট ট্রমাটিক ডিজঅর্ডার
উদ্বেগ	ঘুমের ব্যাঘাত
উইথড্রল	সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা
আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-সম্মান	গর্ভাবস্থা
নিজের ক্ষতি করা	যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চারিত রোগ
অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস (ওজন হ্রাস/বৃদ্ধি পাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য)	বেশি ঝুঁকি নেওয়া অথবা সংহতিনাশক আচরণ
স্কুলের কম উপস্থিত হওয়া	আত্মঘাতী হওয়ার চিন্তাভাবনা করা এবং আত্মহত্যার প্রচেষ্টা
শ্রেণিকক্ষে মনোযোগের অভাব	মৃত্যু

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব:

- সমুদায়িক স্তরে প্রত্যাখ্যন, একঘরে করা এবং সামাজিক কলঙ্ক
- সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া
- ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন হিংসার ব্যাপারে প্রচন্ড ভয় পাওয়া, যা বেঁচে ফেরা ব্যক্তির থেকে সমুদায়ের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে
- নারীদের আত্মবিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলস্বরূপ তারা সার্বজনিক স্থানগুলিতে প্রবেশ করতে ভয় পান (এটি মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুতর হতে পারে, যা তাদের উপার্জনের সুযোগকেও সীমিত করতে পারে)
- অন্যান্য ধরনের লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসার প্রবণতা বৃদ্ধি
- হিংসার ফলস্বরূপ অনুপস্থিতির কারণে কাজ হারানো
- মহিলাদের উপার্জন করার ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব

মহিলার পরিবার এবং তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উপর প্রভাব:

প্রত্যক্ষ প্রভাব:

- বিবাহবিচ্ছেদ অথবা ভেঙ্গে যাওয়া পরিবার
- পরিবারের অর্থনৈতিক এবং আবেগ সংক্রান্ত বিকাশ বিপদগ্রস্ত হওয়া
- গর্ভাবস্থায় মা হিংসার সম্মুখীন হওয়ার ফলস্বরূপ স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে শিশুর জন্মগ্রহণ করা (উদা: নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা কম ওজন সহ জন্ম);
- যেখানে পারিবারিক হিংসা আছে সেই পরিবারগুলিতে বেড়ে ওঠা শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া হিংসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়
- যে শিশুরা বাড়ীতে হিংসার সাক্ষী হয় তাদের উপরও সমান প্রভাব পড়ে (মানসিক এবং আচরণগত সমস্যা, যেমন উইথড্রল, কম আত্মসম্মান, দুঃস্বপ্ন, বন্ধুদের পরিবারের সদস্য এবং সম্পদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাব; একজন অপরাধী বা হিংসা থেকে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তি হিসাবে বড় হয়ে ওঠার বর্ধিত ঝুঁকি)

প্রত্যক্ষ প্রভাব:

- শিশুদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়া মানুষটির সংকটাপন্ন ক্ষমতা (উদা: মহিলাদের জীবনধারণের কৌশলের উপর হিংসার হিংসাত্মক প্রভাব এবং বিবাহের ক্ষেত্রে তাদের উপর শর্ত আরোপিত হওয়ার অবস্থার কারণে শিশুদের অপুষ্টি এবং অবহেলা)
- ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ব্যক্তির একজন শিশুর প্রতি প্রতিকূল অথবা নেতিবাচক মনোভাব

পুরুষদের উপর হিংসার প্রভাব:

- বিবাহবিচ্ছেদ অথবা ভেঙ্গে যাওয়া পরিবার
- পরিবারের অর্থনৈতিক এবং আবেগ সংক্রান্ত বিকাশ বিপদগ্রস্ত হওয়া
- ইতিবাচক, ভালবাসার অনুভূতি এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করার অক্ষমতা।
- আগ্রাসন এবং নিরাশা হিংসার কালচক্রের দিকে অগ্রসর করে।
- ঝুঁকি নেওয়ার মতো আচরণ বৃদ্ধি পাওয়া যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল মাদক সেবন করা এবং মদ্যপান করা এবং অসুরক্ষিত যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়া।
- নিজেদেরকে পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা;

অপরাধীদের উপর হিংসার প্রভাবঃ

- সমুদায়ের থেকে পৃথক করে দেওয়া, গ্রেপ্তারের সম্মুখীন হওয়া এবং হাজতবাস করা
- তাদের পরিবারের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে আইনি নিষেধ, বিবাহবিচ্ছেদ অথবা পরিবারের সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়া;
- নিজেদেরকে পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা;
- যে হিংসার জন্য তারা দায়ী গুরুত্ব হ্রাস করা; সংগঠিত হওয়া হিংসার দায়কে তাদের অংশীদারদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং তাদের সম্পর্কের সাথে এটিকে সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া;
- বাড়িতে বর্ধিত উত্তেজনা

পুরুষদের উপর হিংসার প্রভাবঃ

- স্বাস্থ্য এবং বিচার ব্যবস্থার উপর বোঝা
- মহিলাদের উৎপাদনশীলতা হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি হওয়া
- উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা এবং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের অবদান রাখার সম্ভবনা হ্রাস পাওয়া।।
- দ্রুত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মহিলাদের সাড়া দেওয়ার অপ্রতিভ ক্ষমতা
- সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়া
- সাপোর্ট নেটওয়ার্ক যার উপর মানুষের বেঁচে থাকার কৌশল নির্ভর করে সেগুলি দুর্বল হয়ে পড়া
- বিধ্বস্ত এবং খন্ডিত নেটওয়ার্ক যেগুলি চাপ বিপর্যয়ের সময় সমুদায়গুলির ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

সূত্রগুলি:

- *পপুলেশন রিপোর্টস/চেঞ্জ, নং. 4, সংস্করণ XXVII, ডিসেম্বর 1999, উপলব্ধ আছে http://www.jhuccp.org/pr/l11edsum.stm -এই ওয়েবসাইটিতে*
- *এফ পিকআপ, এস. উইলিয়ামস ও সি সুইটম্যান, এডিং ভায়োলেন্স এগেন্সট ওমেন: এ চ্যালেঞ্জ ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যানেটেরিয়ান ওয়ার্ক, অক্সফ্যাম জিবি 2001*
- *আউটলুক: ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন: এফেক্টস অন রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ, সংস্করণ.20, নং. 1S সেপ্টেম্বর 2002, উপলব্ধ আছে http://www.path.org/files/EOL_20-1.pdf -এই ওয়েবসাইটটিতে*

মূল যে বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার!

- এটির মূল বিষয় হল, লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার কারণ হল অন্যান্য ব্যক্তির উপর ***ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ*** - বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন মহিলার উপর একজন পুরুষের কর্তৃত্ব এবং এর কারণ হল অসমানতা এবং সম্পর্কের মধ্যে মহিলার নিম্ন অবস্থা
- দারিদ্র্য, মদ্যপান, শৈশবে হিংসা প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি হল হিংসার ক্ষেত্রে অবদান রাখা সর্বোত্তম বিষয় এবং এগুলি কিন্তু হিংসার কারণ নয়
- এর বহুমুখীতার প্রভাব - শারীরিক এবং তার সাথে সাথে মানসিক । এর স্পষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য আছে এবং এটি দেশের উন্নতি এবং বিকাশ ব্যাহত করে।

বিভাগ IV

কৈশোর ক্ষমতায়ন এবং GBV-এর উপর হস্তক্ষেপকে কিভাবে আরও বেশি কার্যকর করে তোলা যায়?

কৈশোর হল রূপান্তরের একটি সময় যার মধ্যে জড়িত থাকে বহুমুখী পরিবর্তনগুলি: জৈবিক, মানসিক (জ্ঞানীয়) এবং সামাজিক । জৈবিক, কৈশোর শুরু হওয়ার সাথে তা শারীরিক পরিবর্তন, মস্তিষ্কের কাঠামোগত পরিবর্তন এবং যৌন আগ্রহের মতো বিষয়গুলির সম্মুখীন হয় । মানসিক, কৈশোরের মানসিক ধারণক্ষমতাগুলি পরিপক্ক হচ্ছে। অবশেষে, স্কুল এবং অন্যান্য রূপান্তর এবং তারা পরিবার, সমুদায় এবং স্কুলে যে ভূমিকাগুলি পালন করে সেগুলির মাধ্যমে কৈশোর সামাজিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় । এই পরিবর্তনগুলি প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর ক্ষেত্রে প্রতিটি লিঙ্গের মধ্যে একযোগে এবং বিভিন্ন গতিতে ঘটে, তার সাথে সাথে পরিকাঠামোগত এবং পরিবেশগত বিষয়গুলি প্রায়শই কৈশোরের বিকাশকে প্রভাবিত করে । যদিও কৈশোরকে প্রায়শই কৈশোরের বিকাশের পর্যায় হিসাবে দেখা হয়, তবুও কৈশোরের মধ্যে বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় থাকে যা অন্বেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলি এই জনগণের উদ্দেশ্যে করা প্রোগ্রামিং-এর ডিজাইন এবং প্রয়োগের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে, কৈশোর অন্যান্য জৈবিক, শারীরিক, মানসিক (জ্ঞানীয় সহ) এবং সামাজিক পরিবর্তনগুলি প্রত্যক্ষ করে । কৈশোরকে বিকাশের অখন্ড পর্যায় হিসাবে বর্ণনা করার সীমাবদ্ধতা প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য এবং প্রয়োজনগুলি সৃষ্টি করে । ফলস্বরূপ, যদি সকল পর্যায়ে, সকল কিশোর-কিশোরীকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে সামগ্রিকভাবে কর্মসূচী এবং হস্তক্ষেপের নকশা করা হয় তাহলে সেগুলি কার্যকর নাও হতে পারে[22]।

লিঙ্গ এবং কৈশোর

কৈশোর অবস্থায় ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে বিকাশমূলক পরিবর্তন এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রকমের পার্থক্য থাকে । অবশ্যই, প্রতিটি লিঙ্গের ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তনগুলি ভিন্ন ভিন্নভাবে ঘটে, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা এই পরিবর্তনগুলি 12 থেকে 18 মাস আগে প্রত্যক্ষ করে, এবং শারীরিক পরিপক্কতার সময়টি একজন কিশোর-কিশোরীর বিকাশকে পৃথকভাবে প্রভাবিত করতে পারে ।[23]নিয়ন্ত্রক লিঙ্গ বিধি, বৈষম্য, দারিদ্র্য এবং নিগ্রহের প্রভাব কিশোরীদের উপর পড়া নেতিবাচক প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং তাদেরকে ছেলেদের তুলনায় আরও বেশি নেতিবাচক স্বাস্থ্য ফলাফলের সম্মুখীন করতে পারে (UN DESA, 2003)। সংস্কৃতি অনুসারে মেয়ে এবং ছেলেদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিশালভাবে পৃথক হয়: যেখানে বহু মেয়ের ক্ষেত্রে নারী পাচার এবং যৌন নিগ্রহের সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি থাকে, অপরদিকে বহু ছেলের ক্ষেত্রে শিশু সৈন্য হিসাবে নিয়োগ হওয়ার ঝুঁকি থাকে (McIntyre, 2004)। তার সাথে সাথে, লিঙ্গ অনুসারে ক্ষমতা সম্বন্ধে পিতামাতার বিশ্বাস কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ধারণাকে প্রভাবিত করতে পারে (জেকবস, ব্লিকার, ও কন্সট্যান্টিনো, 2003)। মেয়েদের ভূমিকা এবং প্রত্যাশা ছেলেদের তুলনায় বিশালভাবে পৃথক হতে পারে যা শিক্ষা, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগসুবিধা এবং তথ্যের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ইঙ্গিত প্রদান করে । অবশেষে, নিজেদের জন্য মেয়েদের এবং ছেলেদের প্রত্যাশা এবং আকাঙ্খাগুলি সমুদায় এবং সংস্কৃতি অনুসারে ভিন্ন হতে পারে ।সংক্ষেপে, কর্মসূচীগুলি কিভাবে ডিজাইন করা হবে তার উপর প্রতিটি সংস্কারে মেয়ে এবং ছেলেদের মধ্যে ঝুঁকি, প্রয়োজন এবং সুযোগসুবিধার পার্থক্য

---

[22] কৈশোরের বিকাশ: দৃষ্টিকোণ এবং পরিকাঠামো- এ ডিসকাশন পেপার, ইউনাইটেড নেশনস্ চিল্ড্রেন্স ফান্ড,(UNICEF), নিউ ইয়র্ক, 2005

[23] NRC 2002

গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব থাকে। কৈশোর কর্মসূচীগুলিকে প্রতিটি মেয়ের পৃথক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে।

কৈশোর কর্মসূচীগুলিকে ডিজাইন ও প্রয়োগ করার সময় যে মূল প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়

- নির্দিষ্ট সংস্কৃতি/অঞ্চলে ছেলেদের এবং মেয়েদের মান কি পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়?
- তারা যে সুযোগসুবিধাগুলি পায় সেগুলিকে এটি কিভাবে প্রভাবিত করে - যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা; চলাফেরা ইত্যাদি
- নির্দিষ্ট সংস্কৃতি/অঞ্চলের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যার কি তারতম্য দেখা যায়?
- নেতিবাচক স্বাস্থ্য ফলাফলের ঝুঁকিগুলির ক্ষেত্রে কি লিঙ্গের ভিত্তিতে তারতম্য দেখা যায়?
- সার্বজনীন স্থান/অবস্থান/ভূমিকার ক্ষেত্রে কিশোরীরা কি কিশোরদের সমান স্থান দখল করে?
- লিঙ্গের নিরিখে কি ঝুঁকি নেওয়ার আচরণের তারতম্য দেখা যায়?
- কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের উপর যে প্রত্যাশা (ভবিষ্যতের ব্যাপারে) রাখে তা কি লিঙ্গের নিরিখে পৃথক হয়?

ডিজাইন এবং প্রয়োগ করার পর্যায় চলাকালীন লিঙ্গ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করাটা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার সাথে সাথে ক্ষমতায়নের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কিশোর-কিশোরীদের সাথে কাজ করাটা সমান গুরুত্বপূর্ণ

ক্ষমতায়নের পরিচালকগণ এবং পদ্ধতিসমূহের পরিকল্পিত উপস্থাপন।

সূত্র: আন্ডারস্টান্ডিং অ্যাডোলেসেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট: এ কোয়ালিটেটিভ এক্সপ্লোরেশন; 2014, নিউ দিল্লি, পপুলেশন কাউন্সিল ও UNICEF;

নাইলা কবীর, ক্ষমতায়নকে এমন প্রেক্ষাপটে জনগণের কৌশলগত জীবন পছন্দ করে নেবার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করাকে নির্দেশ করেছেন, যেখানে এই ক্ষমতাটি পূর্বে তাদের দ্বারা অস্বীকৃত হয়েছিল। এভাবে ক্ষমতায়ন, মানুষ যে পরিসরে বসবাস করে, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে(পদ্ধতি) তাদের প্রতিনিধিত্ব বা দক্ষতা এবং অবদান-যা

পছন্দসমূহের ফলাফল, এই সমস্তগুলিকেই অন্তর্ভূক্ত করে [24]। ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করতে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশিত সাহিত্যগুলি, সংস্থাগুলির ভূমিকাকে সংযুক্ত করে। ব্যক্তিগত স্তরে সংস্থাটি চারটি বিস্তৃত মাত্রায় গঠিতঃ (১) সামাজিক-সাংস্কৃতিক, যেমন আন্দোলনের স্বাধীনতা, (২) পারিবারিক/মানুষের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধীয়, যেমন পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ করা, (৩) মনঃস্তাত্বিক, যেমন আত্ম-সম্মান এবং আত্ম-কার্যক্ষমতা এবং (৪) অর্থনৈতিক, যেমন নিজস্ব এবং পারিবারিক সম্পদের অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ করা । কিশোর-কিশোরীদের সাথে প্রকল্পের কাজ স্থাপন করতে ক্ষমতায়নের পরিকাঠামোটি একটি ভাল ধারণামূলক টুল সরবরাহ করে।

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার উপর বিদ্যমান হস্তক্ষেপের একটি পর্যালোচনা প্রদর্শন করে একজন বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির স্বাস্থ্য এবং আইনি পরিষেবা ব্যবস্থা বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে GBV সমাধান করার কর্মসূচীমূলক প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হয়[25]। উপরন্তু, বেশিরভাগ সুরক্ষামূলক কর্মসূচী যেগুলিকে পরিষেবা কর্মসূচীর সাথে একযোগে প্রদান করা হয় সেগুলি যাতে সেই সকল মহিলাদের কাছে পৌঁছায় যারা GBV থেকে বেঁচে এসেছেন । ঐ ব্যক্তিদের উপর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটা প্রতিহত করার পথগুলি খোঁজার সময়, যে পরিস্থিতিগুলি এই কাজকে সহায়তা করে সেগুলির পরিবর্তন করার মাধ্যমে প্রাথমিক সুরক্ষাকে পথ খোঁজার জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বাস্থ্য-ক্ষেত্র থেকে বারবার পাওয়া ফলাফল উল্লেখ করে যে যৌন নিগ্রহের পরে পরিষেবার চাওয়া বেশিরভাগই মেয়ে, যদিও স্বাস্থ্য বিভাগের বেশিরভাগ কর্মসূচী এবং প্রোটোকলগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ডিজাইন করা[26]। অল্পবয়সী মেয়েদের অভিযোগ করা হয় না এমন ধরণের যৌন হিংসার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল ইচ্ছাবিরুদ্ধ এবং বলপূর্বক করা যৌনসঙ্গম এবং যৌন শোষণ।

কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন বলতে কি বোঝ- কর্মসূচীমূলকভাবে?

- কিশোরীদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং জীবনের নানা বিকল্পের দ্বারা প্রস্তুত করার জন্য তাদের উপর বিনিয়োগ করা: পরিবার, স্কুল, প্রযুক্তিগত এবং কারিগরী শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তা ব্যবস্থাগুলি
- মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য এবং সুরক্ষা, যোগাযোগ এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে তাদের চাহিদাগুলি কার্যকরভাবে পূরণ করার জন্য পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং প্রযুক্তি গড়ে তোলা
- সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে কিশোরীদের সুবিধা প্রদান করা
- প্রকাশ্যে বা গোপনে উভয় ক্ষেত্রেই মহিলাদের উপর হিংসা সংগঠিত করাকে সমর্থন করা জারি রাখা বা সমর্থন করতে দেখাটা গ্রহণযোগ্য নয়
- কিশোরীদের ক্ষমতায়ন এবং কিশোরীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া হিংসা সম্বন্ধীয় তথ্য, পরিমাপ এবং প্রমাণ শক্তিশালী করা

সূত্র: এম্পাওয়ারিং অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস: এন্ডিং দা সাইকেল অফ ভায়োলেন্স, IDGC 2014 থিম ফাইনাল কনসেপ্ট নোট, UNICEF, 2014

[24] এন. কবির, 'রিফ্লেকশনস অন দি মেসারমেন্ট অব উইমেন্স'স এমপাওয়ারমেন্ট' ইন ডিসকাসিং উইমেন্স'স এমপাওয়ারমেন্ট-থিওরি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস, সিডা স্টাডিজ নং 3, 2001 স্টকহোম

[25] কিশোরীদের প্রতি যৌন এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা (SGBV) সমাধান করার জন্য, সাবালকত্বের দিকে স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ এবং কার্যক্ষমভাবে অগ্রসর হওয়াকে তুলে ধরা, ব্রিফ নং 38, পপুলেশন কাউন্সিল, মে 2011

[26] জিল কিসবেরি ও ইয়ান অ্যাসকিউ, কম্প্রিহেন্সিভ রেসপন্স টু জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্স ইন লো-রিসোর্স সেটিংস: লেসন লার্নড ফ্রম ইম্প্লিমেন্টেশন, পপুলেশন কাউন্সিল, নিউ ইয়র্ক 2011

বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রতিকারের কথা বিবেচনা করে একটি স্বতন্ত্র ***স্বাস্থ্য বিভাগ/বিচার সংক্রান্ত বিধি*** , শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকার প্রদান করলেও GBV–এর *ফলাফলগুলি* –এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক *প্রতিরোধ* ব্যবস্থার ঘাটতি আছে।

হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে আরও বেশি যথাযথ বিন্দুর ডিজাইন করার জন্য হিংসা মূল কারণগুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। SGBV সমাধানের আরও বেশি বিস্তৃত বিধির মধ্যে মেয়েদের জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদ গড়ে তোলা অন্তর্ভূক্ত হবে, অপরদিকে পুরুষ এবং ছেলেদের স্বাস্থ্যকর লিঙ্গ সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রচার করার কাজে এবং নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করার জন্য সমুদায়ের সাথে কাজ করতে যুক্ত করা হবে । এই ধরনের বিধির অতিরিক্ত সুবিধা থাকে যে এটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে পারে বা বিলম্বিত করতে পারে, যা লিঙ্গ–ভিত্তিক হিংসার রুপ হিসাবে বেশি করে চিহ্নিত হচ্ছে।

কৈশোর কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দুতে অধিকারের বিষয়টিকে রাখা

মানবাধিকার–ভিত্তিক বিধি মানুষের বিকাশের পদ্ধতির জন্য একটি ধারনামূলক পরিকাঠামো যা আদর্শগতভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের ভিত্তিতে তৈরি এবং মানবাধিকার প্রচার এবং রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয় । বিকাশ সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির মধ্যে অবস্থিত অসমতা, বৈষম্যমূলক কাজের প্রতিকার এবং অন্যায্য ক্ষমতা যা উন্নয়নের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা বিশ্লেষণ করার জন্য এটির প্রয়োজন।

অনুর্ধ 18 দের জন্য, একজনের মতামতকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার অধিকার এবং সিদ্ধান্ত নিতে সেগুলিকে একজনের বয়স এবং পরিপক্কতা অনুসারে বিবেচনা করিয়ে নেওয়া কাজটি চাইল্ড আর্টিকেল 12–এর রাইটস–এর কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়েছে।

অধিকার ভিত্তিক কর্মসুচী পরিকাঠামো	এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?	এটা কি ভাবে করা যেতে পারে?
		-কিশোরীদের সমষ্টিকে সহায়তা করুন এবং নিরাপদ স্থান তৈরি করুন যেখানে মেয়েরা GBV সম্বন্ধে এবং এটির কারণ এবং সঙ্গীদের উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে; তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য; তথ্য আদানপ্রদান করার জন্য নিয়মিতভাবে মিলিত হতে পারে। –কর্মসূচীটিতে অংশগ্রহণ করা নিশ্চিত করতে সমুদায় এবং মেয়েদের পিতামাতাদের প্রস্তুত করুন। –মেয়েদের মিলিত হওয়ার জন্য নির্বাচন করা স্থানটি পিতামাতাদের কাছে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং তার সাথে সাথে সমুদায়ের দ্বাররক্ষীদের চাপ থেকে মুক্ত হতে হবে । স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র; বিশ্বস্ত সমুদায় সদস্যের বাড়ীটি মিলিত হওয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
		–মেয়েদের বাড়ীতে বা গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করুন– একটি রেজিস্টার ব্যবহার করুন অথবা

সামাজিক সম্পদ গড়ে তোলা	•নিরাপদ স্থান মেয়েদের সামাজিক এবং মানব সম্পদ গড়ে তোলার সুযোগ প্রদান করে এবং নিরাপদ স্থানগুলি সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে। স্থানগুলির মধ্যে, মেয়েরা সামাজিক সংযোগগুলি প্রতিপালন করতে সক্ষম হয় যা গোষ্ঠীতে অন্তর্ভূক্তি এবং পরিচয়ের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করতে অবদান রাখে, যা আলাপ-আলোচনা এবং যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করে।	গোষ্ঠীর মেয়েদের বয়স এবং পরিপক্কতার ভিত্তিতে এমনকি অ্যাকাউন্টও খুলুন - গোষ্ঠীটিকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করুন বা ঐ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এমন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করুন। তবে, এই ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধা হল অতি সম্পৃক্ততা এবং লিঙ্গ সম্বন্ধীয়ন নিয়মগুলি । যে দক্ষতার জ্ঞান প্রদান করা হবে সেগুলি প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং ঐ অঞ্চলের সেটির বাজার থাকতে হবে । এছাড়া, কারিগরি শিক্ষাগুলি 'গ্রহণযোগ্য' লিঙ্গ দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয় -যেমন পোশাক সেলাই করা, ধূপ/মোমবাতি তৈরি ইত্যাদি -বানিজ্যিক প্রশিক্ষণ, জীবন দক্ষতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নেতৃত্বের বিকাশ সম্বন্ধে সচেতনতা ....
অর্থনৈতিক সম্পদগুলিকে সুরক্ষিত করা	•অর্থনৈতিক শিক্ষা হল একটি মৌলিক জীবন দক্ষতা - যা যোগাযোগ, আত্ম-সম্মান এবং মৌলিক স্বাস্থ্যজ্ঞানের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। জীবন দক্ষতার অনেকগুলিই স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে বিকশিত হয় - যেমন - সিদ্ধান্তগ্রহণ, লক্ষ্য নির্ধারণ, এবং আলাপ-আলোচনা - এগুলিও অর্থনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই শেখানো হয়।	-সহযোগী এবং সমান অংশগ্রহণকারী হিসাবে পুরুষ এবং মহিলাদের প্রকল্প কর্মসূচীগুলিতে যুক্ত করুন - লিঙ্গের বিষয়ে তাদের সক্ষমতা গড়ে তোলা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা অনুধাবন করা এবং সেটির প্রভাব থেকে শুরু করুন - সমুদায়ের মধ্যে হওয়া পরিবর্তন সমর্থনকারী কিশোরদের চিহ্নিত করুন এবং সমুদায় প্রস্তুতকারী প্রচেষ্টাগুলিতে তাদের যুক্ত করুন
লিঙ্গ সম্বন্ধীয় বিধিগুলি পরিবর্তন করার জন্য পুরুষ এবং ছেলেদের সাথে কাজ করা	•মেয়েদের জন্য নেওয়া উদ্যোগগুলি গুরুত্বপূর্ণ, তাদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নতি সমুদায়িক নিয়মগুলির রূপান্তরের উপর চুড়ান্তভাবে নির্ভরশীল। পুরুষত্ব এবং লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সমস্যা নিয়ে পুরুষ এবং ছেলেদের সাথে কাজ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা স্বল্প বয়সী মেয়ে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে সমানভাবে সহযোগী হয়ে ওঠে।	- সমুদায়ের মধ্যে হওয়া পরিবর্তন সমর্থনকারী সুমদায়ের প্রধান সদস্যদের চিহ্নিত করুন এবং সমুদায় প্রস্তুতকারী প্রচেষ্টায় তাদের যুক্ত করুন - পরিবর্তনের সমর্থক হয়ে ওঠার জন্য কিশোরীদের পিতাদের প্রস্তুত করুন মূল ব্যাপারটি হল আচরণ পরিবর্তন সনাক্তকারী পথগুলির শাস্তিমূলক মডেলের পরিবর্তে একটি ইতিবাচক মডেল প্রয়োগ করা যার মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন তাদের সর্বোত্তম স্বার্থ অনুসারে হয় -------------------------
প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে কাজ করা	•পরিবার, স্কুল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি ছেলে এবং মেয়েদের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: ছেলেদের জন্য আগ্রাসী পুরুষত্ব এবং মেয়েদের জন্য সহিষ্ণু নারীত্ব। লিঙ্গের ভিত্তিতে তৈরি সমুদায়িক নিয়মগুলিকে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করার জন্য ক্ষতিকর লিঙ্গ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলিকে পরিবর্তন করতে তাদের সাথে কাজ করা	স্কুল/কলেজগুলি হল কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছানোর একটি অসাধারণ প্রবেশদ্বার- শিক্ষকদের লিঙ্গ সমতার সহযোগী এবং সমর্থক করে তুলুন -লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা এবং এর প্রভাবের ব্যাপারে স্কুলগুলিকে এবং পরিচালকগোষ্ঠীকে সংবেদনশীল করে

	তুলুন -GBV-কে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্কুলের সাথে কাজ করুন -লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার বিরুদ্ধে জনসমক্ষে রুখে দাঁড়ানোর জন্য পঞ্চায়েত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রস্তুত করুন ------------------------- ------------------- *কে. অস্ট্রিয়ান, অ্যান্ড ডি ঘাটি, গার্ল সেন্টার্ড প্রোগ্রাম ডিজাইন: এ টুলকিট টু ডেভালপ, স্ট্রেনথেন অ্যান্ড এক্সপ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস প্রোগ্রামস, পপুলেশন কাউন্সিল, 2010 থেকে গৃহীত*

'নিরাপদ' স্থান কি?

যুব সম্প্রদায়কে স্বাস্থ্যকর নির্বাচন করতে যা অনুপ্রাণিত করে একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ হল সেটিরই একটি অংশ । এই প্রসঙ্গে "নিরাপদ" বলতে বোঝায় ট্রমা, অতিরিক্ত চাপ, হিংসা (অথবা হিংসার ভয়) অথবা নিগ্রহের অনুপস্থিতি । সহায়ক মানে এমন একটি পরিবেশ যা পরিবার, অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল শিক্ষক, এবং যুব ও ধর্মীয় নেতারা) এবং সঙ্গীদের সাথে একটি ইতিবাচক, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রদান করে।

কর্মসুচী কার্যকলাপগুলি যা গড়ে তোলে: সামাজিক সম্পদ	**কর্মসুচী কার্যকলাপগুলি যা গড়ে তোলে: মানব সম্পদ**
• গোষ্ঠী গঠন • সামাজিক সহায়তা • সোশ্যাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা • পরামর্শ দান করা	• জীবন দক্ষতা সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ • স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা • স্বাক্ষরতা কর্মসূচী • অর্থনৈতিক শিক্ষা • শিক্ষার অধিকার • উপার্জন করতে সক্ষম করে তোলা সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ • কারিগরি/দক্ষতা প্রশিক্ষণ • ব্যবসা উন্নয়ন সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ • বিজনেস ইন্টার্নশিপ/অ্যাটাচমেন্টস
কর্মসুচী কার্যকলাপগুলি যা গড়ে তোলে: শারীরিক সম্পদ	**কর্মসুচী কার্যকলাপগুলি যা গড়ে তোলে: অর্থনৈতিক সম্পদ**
• ব্যবসার জন্য সাধনী বা সরঞ্জামগুলিতে প্রবেশাধিকার • মিলিত হওয়ার জন্য নিরাপদ স্থান • কাজ করার জন্য নিরাপদ স্থান *কে. অস্ট্রিয়ান, অ্যান্ড ডি ঘাটি, গার্ল সেন্টার্ড প্রোগ্রাম ডিজাইন: এ টুলকিট টু ডেভালপ, স্ট্রেনথেন অ্যান্ড এক্সপ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস প্রোগ্রামস, পপুলেশন কাউন্সিল, 2010*	• সঞ্চয় • ঋণ • অর্থপ্রেরণ পরিষেবা • অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিষেবাগুলি

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের সাথে একটি হস্তক্ষেপ সেট আপ করার ধাপগুলি

সূত্র: ইয়ুথ ফর ইয়ুথ: এ ম্যানুয়াল ফর এম্পাওয়ারিং ইয়ং পিপল টু অ্যাড্রেস জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স থ্রু পিয়ার এডুকেশন, মেডিটেরিনিয়ান ইন্সটিটিউট অফ জেন্ডার স্টাডিজ, 2012

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসায় প্রোগ্রাম হস্তক্ষেপের জন্য মুখ্য প্রতিস্পর্ধাগুলি

- বেশিরভাগ সমাজে লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সামাজিক অনুমোদন পায়, প্রথাগত কাজগুলির মাধ্যমে এটিকে বাড়িয়ে তোলা হয় এবং সেই কারণে পরিবর্তন করা কঠিন। 'নন-ইস্যু' হিসাবে এটা প্রায়ই পরিবার, সমুদায় এবং ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা প্রতিহত করা যেতে পারে । সুতরাং সমুদায়ের এই পরিবর্তন স্বীকার করে নেওয়ার জন্য 'প্রস্তুত হওয়া' গুরুতর।

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা সমাধান করার ব্যাপারটি রাজনৈতিক বিষয়সূচীতে কম গুরুত্বপূর্ণ। মহিলাদের পারিবারিক হিংসা থেকে সুরক্ষা প্রদান করার আইন এবং বাল্যবিবাহ নিষেধ আইনের মতো আইনগুলি খারাপভাবে প্রণয়ন করা থেকেই এটি স্পষ্ট যে যেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, কম পরিমাণে অর্থ বরাদ্দকরণ এবং আইন বলবৎকরণের ক্ষেত্রে অফিস বেয়ারারদের প্রতিরোধই প্রধান বাধা

- কিছু বাল্যবিবাহ প্রোগ্রাম ভালভাবে মূল্যায়িত হয়েছে, এবং অনেক প্রতিশ্রুতিশীল প্রোগ্রাম একেবারেই মূল্যায়ন করা হয়নি।

মূল যে বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার।

- কৈশোর একইরকম শ্রেণিভুক্ত নয়; প্রতিটি বয়সের নিজস্ব কিছু চাহিদা এবং প্রবণতা আছে । এই ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা এবং প্রবণতাগুলিকে বিবেচনা করা এবং সেই অনুসারে প্রোগ্রাম ডিজাইন করা এবং প্রয়োগ করা প্রোগ্রামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
- বিশেষ করে কিশোরীদের প্রবণতা আছে: প্রোগ্রামটিকে অবশ্যই কিশোরীদের প্রবণতাগুলি সমাধান করতে হবে বিশেষ করে যৌন এবং লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা
- একটি ক্ষমতায়ন বিধি ব্যবহার করে কিশোর-কিশোরীদের সাথে সকল কাজগুলি করাটা গুরুত্বপূর্ণ

বিভাগ V: কিশোর-কিশোরীরা যখন লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার অভিযোগ করবেন তখন তাদের কি করা উচিৎ এবং কোথায় যাওয়া উচিৎ?

যে কিশোর-কিশোরী লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসার সম্মুখীন হয়েছেন তার পক্ষে তা বলা এবং সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন হতে পারে । এর অনেকগুলি কারণ আছে: লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা এবং বৈষম্যের মূল

সামাজিক নিয়মের মধ্যে অন্তর্নিহিত তাই এটিকে প্রতিস্পর্ধা জানানো কঠিন হয়ে ওঠে । এই বৈপরীত্য চিত্রিত করার জন্য বাল্যবিবাহ একটি ভাল উদাহরণ । আইনের চোখে দন্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও, সমাজে বাল্যবিবাহের দারুন গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং সেইকারণে এটিকে প্রতিহত করা (কিশোরী এবং তাদের পরিবারের দ্বারা) কঠিন হয়ে ওঠে। যে বিবাহিত কিশোরীরা তাদের বিবাহিত জীবনে হিংসার সম্মুখীন হয়েছে তাদের কাছে বিকল্প না থাকার কারণে অথবা তাদের সন্তান জড়িত থাকার কারণে তারা তাদের নিগৃহীত সম্পর্কের মধ্যে থাকতে বাধ্য বলে মনে করতে পারেন । কিছু বিবাহিত কিশোরীদের জন্য, তাদের পুরুষ অংশীদারকে ছেড়ে আসার কারণে সৃষ্টি হওয়া অর্থনৈতিক সমস্যা মানসিক বা শারীরিক দুঃখকে ছাপিয়ে যায় । বাল্যবিবাহ সহ লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা প্রতিরোধ করার জন্য পারিবারিক এবং সমুদায়ের সমর্থনের অভাব হল এটির বিদ্যমানতার অন্যতম কারণগুলির একটি।এই ক্রমবর্ধমান প্রমাণগুলি সুপারিশ করে যে যখন সমুদায়ের নিয়মগুলি রূপান্তরিত হয় তখন লিঙ্গ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয় এবং বজায় রাখা হয় । সেইকারণে লিঙ্গ অসমতা সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি পরিবর্তন করার জন্য সমুদায়ের সাথে কাজ করা কঠিন হয়ে ওঠে।

লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা কর্মসূচীগুলি দুটি শ্রেণির মধ্যে পড়ে: প্রতিরোধ এবং প্রত্যুত্তর । প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, কর্মসূচীগুলি GBV প্রতিরোধ করতে সাহায্য করার জন্য কাজ করে । মেয়েদের সামাজিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সম্পদ গড়ে তোলা হলে তা তাদের দক্ষতা, জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং অর্থনৈতিক অবস্থা প্রদান করে যা তাদের ঐ ধরনের অবস্থাগুলিকে এড়াতে যথাসম্ভব সাহায্য করে । প্রোজেক্টে অংশগ্রহণকারী, বিশেষ করে স্বল্প বয়সী মেয়েদের সাথে পরামর্শ করে এবং তাদের দ্বারা উল্লেখিত "অ-নিরাপত্তা"-এর শর্তাবলীর ভিত্তিতে লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা প্রতিরোধের কৌশল তৈরি হওয়া উচিৎ । GBV-এর উপর প্রশিক্ষণ অধিবেশন যাতে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা, তাদের অধিকারগুলি, কোনটি যথাযথ আচরণ এবং কোনটি নয় সেই সম্বন্ধে এবং যদি তারা, অথবা তাদের কোন বন্ধু/আত্মীয় হিংসার সম্মুখীন হন তাহলে কি করতে হবে সেই সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে।

GBVতে যে মূল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে

- GBV কি এবং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন কেন
- হিংসার বিভিন্ন ধরনগুলি কি কি -শারীরিক, আবেগগত/মানসিক, আর্থ-সামাজিক, যৌন এবং মৌখিক
- হিংসা চক্র কি এবং কি একজন মানুষকে হিংসাত্মকভাবে আচরণ করতে উৎসাহিত করে
- পরিবার, সমুদায়, সমাজ এবং অর্থনীতির উপর GBV-এর প্রভাব
- আপনার দেশে GBV সম্বন্ধীয় অধিকারগুলি কি কি
- GBV-এর ঘটনার প্রত্যুত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল পদক্ষেপগুলি কি কি-চিকিৎসাগত, আইনগত, সামাজিক এবং আইন বলবৎকরণ

GBV-এর প্রত্যুত্তর দেওয়া

মেয়েরা হিংসার অভিযোগ করার সময় সাহায্যের জন্য মেয়েরা কোথায় যেতে পারে সেই তথ্যের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকুন । এমন সংস্থাগুলির তালিকা তৈরি করা যারা সহায়তা প্রদান করে এবং সম্পর্ক গড়ে তোলে অথবা স্থানীয় উৎসগুলি এবং এমন সংস্থাগুলির সাথে যোগসূত্র তৈরি করে যারা গুরুত্বপূর্ণ

করণীয়

- ✓ একটি উৎস-এর তালিকা এবং রেফারেল নেটওয়ার্ক তৈরি করুন যাতে GBV-এর ক্ষেত্রে কর্মসূচীগুলি দ্রুত প্রত্যুত্তর দিতে পারে
- ✓ GBV যদি হামেশাই ঘটে তাহলে তা সামলানোর জন্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা প্রদান করুন
- ✓ মেয়েদের সামাজিক সম্পদ এবং নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করুন যাতে GBV-কে যথাসম্ভব ভালভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে
- ✓ GBV, এর প্রভাব এবং এটি কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে সেই সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য পরিবার এবং সমুদায়ের সাথে কাজ করুন

বর্জনীয়

- ☒ প্রত্যুত্তর দিতে খুব দেরি না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন!

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা, বিশেষ করে মহিলাদের বিরুদ্ধে হিংসাকে বলার জন্য মূল পদক্ষেপগুলি।

- *সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতন হোন:* সচেতন হয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকা একজন মহিলা/মেয়েকে জানুন । একজন স্বামী/অংশীদার/পরিবারের সদস্য যিনি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবহার দেখান; মহিলা/মেয়েদের উপর করা ক্ষতগুলির উপস্থিতি, যা কীভাবে সেগুলি ঘটেছে তার ব্যাখ্যার সাথে মেলে না-সেই হিংসাগুলিকে চিহ্নিত করার সম্ভাব্য সূত্র হতে পারে।
- *প্রশ্ন করুন:* ব্যক্তিগত এবং অ-বিচারমূলক আকারে প্রশ্নগুলি করুন। প্রত্যক্ষভাবে করা প্রশ্নগুলি সাহায্য করে না। পরিবার/স্বামী/অংশীদারের সামনে প্রশ্ন করাটা মেয়েদেরকে/মহিলাদেরকে আরও বৃহত্তর ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে।

- *স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম করে:* সামান্য আঘাতের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করুন । বড়ো/গুরুতর প্রভাবের জন্য, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের/মেয়েদেরকে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধা এবং রক্ষীর কথা উল্লেখ করুন।

- *আবেগমূলক সহায়তা প্রদান করে:* পুনরায় নিশ্চিত করুন যে 'নিগ্রহ তার দোষ নয়' । দোষ, রাগ, লজ্জা, ভয় এবং বিষণ্ণতার অনুভূতিগুলিকে অতিক্রম করতে তাকে সাহায্য করুন । নিজের এবং তার সন্তানদের জন্য(যেটা হতে পারে) জায়গা অথবা নিরাপদ আশ্রয়কে চিহ্নিত করতে বলুন।

- *আইনসম্মত আশ্রয়ের সম্বন্ধে তথ্য:* ফার্স্ট ইনফর্মেশন রিপোর্ট অথবা ডোমেস্টিক ইন্সিডেন্ট রিপোর্ট দায়ের করা; PWDVA-এর অধীনস্থ সুরক্ষা আধিকারিক; বাল্যবিবাহ প্রতিরোধী আইনের অধীনস্থ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকারী আধিকারিক এবং জিলা স্তরের আইনি সহায়তা কেন্দ্রগুলির যোগাযোগের বিশদ বিবরণের মতো আইনি বিকল্পগুলির বিষয়ে তথ্য ভাগ করে নিন । সমর্থন/রেফারেল প্রতিষ্ঠানগুলির একটি তালিকা রাখুন যা হিংসায় জীবিত মহিলা/মেয়েদেরকে সহায়তা করবে।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসা প্রতিরোধ করার মূল পদক্ষেপগুলি।

- *সংহতি গড়ে তুলুন:* ভিলেজ হেলথ স্যানিটেশন অ্যান্ড নিউট্রিশন কমিটিজ (VHSNC); গ্রাম পঞ্চায়েত; মহিলা মন্ডল, কিশোরী মন্ডল ইত্যাদির মতো অন্যান্য সমুদায় ভিত্তিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলুন

- *বিদ্যমান ফোরামগুলিকে ব্যবহার করুন:* মহিলা/মেয়েদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া হিংসাকে সমস্যা হিসাবে আলোচনা করার জন্য মাসিক PHC পর্যালোচনা মিটিং; পণ সম্পর্কিত নিগ্রহ, শিশুহত্যা, লিঙ্গভিত্তিক যৌনতা নির্বাচন প্রভৃতিরবিরুদ্ধে প্রচার সংগঠিত করার জন্য VHSNC-এর মতো বিদ্যমান ফোরামগুলি

- *সমুদায়কে শিক্ষিত করে তুলুন এবং সচেতনা বাড়িয়ে তুলুন:* লিঙ্গভিত্তিক হিংসা এবং এর প্রভাব আলোচনা করার জন্য কিশোর-কিশোরী এবং মহিলাদের সাথে মিটিং-এর বন্দোবস্ত করুন ।'মেয়েরা পরায়া ধন'; বাল্যবিবাহ হল কিশোরীদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করার একটি উপায়; কেবলমাত্র ছেলেরাই বৃদ্ধ বয়সে সহায়তা প্রদান করতে পারে এই ধরণের লিঙ্গভিত্তিক উপকথাগুলিকে দূর করতে এই ধরণের মিটিংগুলিকে ব্যবহার করুন । মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া হিংসার সমস্যা এবং এটিকে ঘিরে থাকা প্রবাদগুলি যেমন 'প্রহার করা ভালবাসাকে প্রকাশ করার আর একটি রূপ'; 'আমার ওপর নির্যাতন হওয়াটা সাধারন ব্যাপার' এবং 'এটাই আমার ভাগ্য'; 'যদি একটি মেয়ে ধর্ষিত হয় তাহলে সেটি মেয়েটিরই দোষ'; 'মেয়েদেরকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ এটি তাদেরকে যৌন নিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা করে' ইত্যাদি সমাধান করুন।

- *পুরুষ এবং ছেলেদেরকে লিপ্ত করুন:* পুরুষ এবং ছেলেদেরকে সমান অংশীদার এবং সহযোগী করুন

কিশোর-কিশোরীরদের অধিকার সুরক্ষিত করতে কাজ করার জন্য ন্যাশানাল রেফারেল অর্গানাইজেশন/ইন্সটিটিউশনের তালিকা

☞ **ন্যাশানাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস**

http://ncpcr.gov.in/

2007 সালের মার্চ মাসে লোকসভার একটি আইন (2005) দা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস আইন 2005-এর অধীনে ন্যাশানাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস (NCPCR) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কমিশনের আদেশ হল সকল আইন, নীতি, কর্মসূচী এবং প্রশাসনিক গঠনতন্ত্র শিশু অধিকারের দৃষ্টিকোণের সাথে ঐকবদ্ধ হওয়া নিশ্চিত করা, যেমন ভারতের সংবিধান এবং শিশুদের অধিকারের ব্যাপারে UN সম্মেলনে সন্নিবেশিত আছে। 0 থেকে 18 বছর বয়সের মধ্যে শিশুকে একজন ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে । রাজ্যস্তরে, স্টেট কমিশন ফর চাইল্ড রাইটস সেট আপ করা হয়েছে।

☞ **ন্যাশানাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস**

রাজ্যের সকল আইন, নীতি এবং শিশুদের অধিকার তুলে ধরার জন্য গ্রহণ করা কর্মসূচীগুলি নিশ্চিত করার জন্য স্টেট কমিশনস (ন্যাশানাল কমিশনের রূপরেখায়) সেট আপ করা হয়েছিল। এটি জাতীয় কর্তৃপক্ষের অনুরূপ কাজ করে । রাজ্য কমিশনের পূর্ণ তালিকার জন্য দেখুন: http://ncpcr.gov.in/statecom.php

☞ **চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (CIF)**

http://www.childlineindia.org.in/

দেশ জুড়ে চাইল্ডলাইন পরিষেবার গুণগত উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং নিশ্চিত করার জন্য ভারতের সরকারের সহায়তায় নোডাল সংস্থা হিসাবে CIF সেট আপ করা হয়েছে ।***চাইল্ডলাইন হল একটি নিঃশুল্ক ফোন পরিষেবা (1098)*** যেখানে যেকেউ শিশুদের স্বার্থে সহায়তার জন্য ফোন করতে

পারেন।সমগ্র ভারত জুড়ে এর 50টি অংশীদার সংস্থার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটি 31টি রাজ্যের 291টি শহরে এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে কাজ করে । এর অংশীদার সংস্থাগুলির দ্বারা যে পরিষেবা প্রদান করা হবে তার জন্য নূন্যতম গুণমানের সুপারিশ করেছে যেগুলি দেশের বিভিন্ন শহরে চাইল্ডলাইন প্রোগ্রামগুলি প্রয়োগ করে । এটি প্রস্তুতিমূলক কার্যকলাপ শুরু করে যা যেকোন শহরে চাইল্ডলাইন পরিষেবা শুরু করার আগে করা হয়।শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত প্রচেষ্টাগুলিকে মজবুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা এবং সমর্থনের ক্ষেত্রেও CIF জড়িত।

☞ **ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক কোঅপারেশন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট**

http://nipccd.nic.in/

দা ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক কোঅপারেশন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট NIPCCD নামে জনপ্রিয়, এটি একটি প্রধান সংস্থা যা মহিলা এবং শিশু উন্নয়নের সামগ্রিক ডোমেনে স্বেচ্ছা কাজ গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং ডকুমেন্টেশনের কাজে নিয়োজিত । 1966 সালে নিউ দিল্লীতে সোস্যাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট 1860-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এটি মহিলা এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করে । দেশের অঞ্চল-ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠানটি গুহায়াটি (1978), ব্যাঙ্গালোর (1980), লক্ষৌ (1982) এবং ইন্দোর (2001)-এ চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (ICDS) প্রোগ্রামের প্রশিক্ষণ কর্মীদের জন্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে । নোডাল রিসোর্স এজেন্সি হিসাবে, ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিম (ICPS)-এর নতুন স্কিমের অধীনে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতা তৈরি করার ভার এর উপর ন্যস্ত আছে। শিশুদের অধিকার এবং SAARC দেশগুলিতে মহিলা এবং শিশু পাচার প্রতিরোধের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার নোডাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে মহিলা এবং শিশু বিকাশ মন্ত্রকের দ্বারা মনোনীত হয়েছে।

☞ **শিশু অধিকার সুরক্ষিত করার (ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কিমের অধীনে আদেশপ্রাপ্ত) জন্য অঞ্চল/রাজ্য/জিলা এবং ব্লক স্তরের সরকারী কর্তৃপক্ষ**

আঞ্চলিক

- ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ পাবলিক কোঅপারেশন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট (NIPCCD)-এর চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে শিশু সুরক্ষা বিভাগ
- CHILDLINE ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (CIF)-এর চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র

রাজ্য

- স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশন সোস্যাইটি (SCPS)
- স্টেট অ্যাডপশন রিসোর্স এজেন্সি (SARA)
- স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি (SCPC)
- স্টেট অ্যাডপশন অ্যাডভাইজারি কমিটি

জিলা

- জিলা চাইল্ড প্রোটেকশন সোস্যাইটি (SCPS)
- জিলা চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি (SCPC)

- স্পনসরশিপ অ্যান্ড ফস্টার কেয়ার অ্যাপ্রুভাল কমিটি (SFCAC)

ব্লক এবং গ্রাম স্তর

- ব্লক স্তরীয় চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি
- গ্রাম স্তরীয় চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি

তথ্যসূত্র:

- সূত্র: লরি এল. হেইজ, জ্যাকলিন পিটানগাই এবং অ্যাড্রিয়েন জারমেইন, নারীদের প্রতি নির্যাতন: দা হিডেন হেলথ বার্ডেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ডিসকাসান পেপার নং. 255, 1994
- কিশোরীদের প্রতি যৌন এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক হিংসা (SGBV) সমাধান করার জন্য, সাবালকত্বের দিকে স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ এবং কার্যক্ষমভাবে অগ্রসর হওয়াকে তুলে ধরা, ব্রিফ নং 38, পপুলেশন কাউন্সিল, মে 2011
- স্টেট অব দি ওয়ার্ল্ড'স চিল্ড্রেন 2011, অ্যাডলোসেন্স – অ্যান এজ অব অপ্যুরচ্যুনিটি, UNICEF
- আন্ডারস্টান্ডিং অ্যাডোলেসেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট: এ কোয়ালিটেটিভ এক্সপ্লোরেশন; 2014, নিউ দিল্লি, পপুলেশন কাউন্সিল ও UNICEF;
- ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006
- আর্লি ম্যারেজ: এ হার্মফুল ট্র্যাডিশন, UNICEF, 2005
- মাতৃ মৃত্যুর প্রবণতা: 1990 থেকে 2010; WHO, UNICEF, UNFPA এবং দা ওয়্যার্ল্ড ব্যাংক এস্টিমেটস, মে 2012
- NFHS 3 (2005-2006)
- ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006
- ন্যাশানাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে (NFHS-3), 2005-06: ইন্ডিয়া: সংস্করণ I, ইন্টারন্যাশানাল ইন্সটিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস (IIPS) এবং ম্যাক্রো ইন্টারন্যাশানাল, মুম্বাই, 2007
- ভারতে লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন, NFHS 2005-2006
- সূত্র: ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া, ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নিউ দিল্লি, 2013
- আন্ডারস্টান্ডিং অ্যাডোলেসেন্ট এম্পাওয়ারমেন্ট: এ কোয়ালিটেটিভ এক্সপ্লোরেশন; 2014, নিউ দিল্লি, পপুলেশন কাউন্সিল ও UNICEF;
- UNFPA স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন টু অ্যাড্রেস জেন্ডার-বেসড ভায়োলেন্স 2008-2011
- সূত্র: লোরি এল হেইজ, ভায়োলেন্স এগেনস্ট ওমেন: অ্যান ইন্টিগ্রেটেড, ইকোলজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, সেজ পাবলিকেশনস, 1998
- আরও বিশদ বিবরণের জন্য পপুলেশন রিপোর্টস/চেঞ্জ, সংস্করণ XXVII, নং. 4, ডিসেম্বর 1999-এ উল্লেখিত অধ্যয়ন দেখুন।
- কৈশোরের বিকাশ: দৃষ্টিকোণ এবং পরিকাঠামো- এ ডিসকাশন পেপার, ইউনাইটেড নেশসন্স চিল্ড্রেন্স ফান্ড,(UNICEF), নিউ ইয়র্ক, 2005
- NRC 2002
- কৈশোরের বিকাশ: দৃষ্টিকোণ এবং পরিকাঠামো- এ ডিসকাশন পেপার, ইউনাইটেড নেশসন্স চিল্ড্রেন্স ফান্ড,(UNICEF), নিউ ইয়র্ক, 2005